হেমপ্রভা।

শ্রীদ্বারিকানাথ গুপ্ত কর্তৃক

প্রণীত।

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সুচারু প্রেস।

সংবৎ ১৯২২।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থ রচনা সমাপনানন্তর যখন দ্বিতীয়বার পাঠ করি, তখন আমি এমত ভরসান্বিত হইয়াছিলাম না যে, ইহা লোকসমাজে প্রকাশনোপপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তৎকল্পে সন্নিবৃত্ত ছিলাম। পরে আমার এক বন্ধুর প্রভূত আগ্রহ নিবন্ধন উৎসাহে আমি এই পুস্তকখানি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজকে প্রদান করি। সমাজ পরীক্ষা করণানন্তর আমাকে ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দেওয়ার স্বীকার করিয়া গ্রন্থস্বত্বও আমাকে পুনঃপ্রদান করিয়াছেন। বঙ্গভাষাবিশদশ্রীপ্রকীর্ণকারী সমাজ আমাকে এত উৎসাহ দিয়াছেন বলিয়াই আমি ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে সাহসী হইয়াছি। হে উদারমতি পাঠকগণ! এখন আপনারা যদি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র সুখানুভব করেন, তবেই আমার নিখিল পরিশ্রমের বিশেষ পুরস্কার হয়।

শ্রীদ্বারিকানাথ গুপ্ত।

ময়মনসিংহ।

তাং ২৮শে আষাঢ়।

শকাব্দাঃ ১৭৮১।

মহামহিম মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গভাষানুবাদকসমাজাধ্যক্ষ মহাশয়গণ সমীপেষু।

যথোচিত বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমেতৎ

আপনারা দীনভাবাপন্ন বঙ্গভাষার শ্রীবর্দ্ধনার্থে যে শারীরিক ও মানসিক শ্রম স্বীকার এবং সমাজকে কেহ কোন পুস্তক দান করিলে তাঁহাকে পারিতোষিক স্বরূপ অর্থ ব্যয় পর্য্যন্ত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাতে যে বঙ্গভাষা অকালবিলম্বেই হৃষ্টপুষ্ট কলেবর ধারণ করিবেক, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আপনকারদিগের সেই যত্নে এবং কয়েক বন্ধুর উৎসাহ প্রদানে আমি এই "হেমপ্রভা" নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি; কিন্তু ইহাতে কি মত কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা মহাশয়দিগের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর।

এ কথা যথার্থ যে, গ্রন্থকারপদবীতে পদার্পণ করা আমার পক্ষে বামন হইয়া চন্দ্রগ্রহণ করার আশাবৎ, কিন্তু সহায়রূপ উচ্চ গিরিশৃঙ্গের অবলম্বন পাওয়াতে, বোধ করি আমার সে আশা নিতান্ত নিষ্ফলীকৃত হইবার নয়; যেহেতু অত্রস্থ বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু জানকীচরণ বসু মহাশয় এতদ্গ্রন্থের আদ্যন্ত দৃষ্টি করিয়া সংশোধন পূর্ব্বক ইহা লোকসমাজে প্রকাশ করিতে সাহস দিয়াছেন। সেই সাহসে এবং "গৃহ্লাতি সাধুরপরস্য গুণং ন দোষান্ দোষান্বিতো গুণগণান্ পরিহায় দোষং। বালঃ স্তনাৎ পিবতি দুগ্ধমসৃগ্বিহায় ত্যক্ত্বা পয়ো রুধিরমেব নকিং জলোকাঃ॥" এই প্রাচীন বাক্যটির প্রতি নির্ভর করিয়াই আমি এতদ্গ্রন্থের প্রচারবিষয়ে সাহসী হইয়াছি।

একান্তানুগত

শ্রীদ্বারিকানাথ গুপ্ত।

ময়মনসিংহ।

তাং ২২শে ফাল্গুন।

শকাব্দাঃ ১৭৬৯।

হেমপ্রভা।

প্রাচীনকালে জয়ন্তীনগরে জয়েশ্বর নামে এক সর্ব্ব-গুণধর নরবর বসতি করিতেন। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত পুত্রধনে বিরহিত থাকিয়া, পরিশেষে দেবারাধনা করিয়া এক সুকুমার কুমার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরনাথ জয়েশ্বর বহুকালান্তে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদে মগ্ন হওত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং দীনদুঃখিগণকে বহু ধন বিতরণ করিলেন। ষষ্ঠ মাসে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পুত্রের অন্নারম্ভ করিয়া জয়দত্ত নাম রাখিলেন। তৎপরে যথাকালে বিদ্যা-ভ্যাসে প্রবর্ত্ত করাইলে, জয়দত্ত বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, কালক্রমে যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইলেন।

ভূপতিনন্দন দেশভ্রমণে যাইবার অভিলাষে, মৃগয়া-চ্ছলে জনক জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, একাকী অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক দিবস ক্ষুৎ-পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া, এক উদ্যানাস্থিত সরো-বর-তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বৃক্ষস্কন্ধে অশ্ব বন্ধন করিয়া সরোবরে স্নান অবগাহন করত, সঙ্গেস্থিত কিছু

ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক জলপানে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া, জগজ্জীবনের মন্দ মন্দ সঞ্চালনে এক মহীরুহমূলে বসিয়া পথশ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। এমতকালে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বণিককুমারী, সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্নান হেতু ঐ সরসীর অপরপারের ঘাটে উপস্থিত হই-লেন। জয়দত্ত, বণিককন্যার রূপলাবণ্য দেখিয়া, স্মর-দশার প্রভাবে অচেতনপ্রায় হইলেন। কিয়ৎকালান্তে চৈতন্য পাইয়া দেখিলেন, সেই লোচনানন্দদায়িনী কামিনী অপরপারের শোভা দূর করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। রাজকুমার নবানুরাগ বশতঃ সেই মনোহারিণী কন্যাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক পদব্রজে এক বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসাদ্বারা জানিলেন, ঐ নগরের নাম হেমন্তপুর; তথায় হেমচন্দ্র নামে প্রচুরধন-স্বামী এক বণিক বাস করেন। যাঁহাকে রাজকুমার বাপীতটে ঈক্ষণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার কন্যা, নাম হেমপ্রভা।

নৃপতিনন্দন, পরিচয় প্রাপ্তে মনোরথ-নদীর সেতুর অবলম্বন পাইয়া, ধনপতি হেমচন্দ্রের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। হেমচন্দ্র যথোচিত সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম কি? এবং কোথা হইতে আগ-মন করিলেন? রাজপুত্র আনুপূর্ব্বীক পরিচয় প্রদান করিয়া বণিকতনয়ার পরিণয়ের প্রার্থী হইলে, হেমচন্দ্র মনে মনে নিতান্ত প্রফুল্ল হইয়া আপন আবাসের অনতি-দূরে যে যোজনবিস্তৃত এক উপবন ছিল, তথায় রাজকুমা-

রকে লইয়া গেলেন। দেখিতে পাইলেন উপবনটি নানা প্রকার বৃক্ষাদিতে অতি শোভনতম হইয়া আছে, ফল ফুল মুকুল ও নূতন পল্লবাদিতে সমুদায় পাদপকে যেন যুবত্ব-দশায় পরিণত করিয়াছে, তাহার শাখা প্রশাখায় বিবিধ প্রকার বিহঙ্গম বসিয়া আহ্লাদে মোহনস্বরে গান করিতেছে, অলিকুল মধুলোভে লোলুপ হইয়া গুণগুণ শব্দে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে, বনমধ্যে স্থানে স্থানে নির্ম্মলবারিপুরিত সরসীমধ্যে যূথে যূথে হংস বক চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ কেলিকুতূহলে বিরাজ করিতেছে, বৃক্ষের পাতায় পাতায় রবির তেজ বদ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে জলে স্থলে এক একটু জালান্তরগত অতেজস্বী আলোক পতিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য অনুপম শোভা সম্পাদন করিয়াছে। ধনস্বামী হেমচন্দ্র, রাজপুত্র সমভিব্যাহারে তন্মধ্যস্থ এক সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখাইলেন, চৈতন্যহীন প্রস্তরময় একটি মনুষ্য বৃক্ষমূলে পড়িয়া আছে; ক্ষণে ক্ষণে "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল" এই শব্দটী তাহার মুখ হইতে প্রস্ফুটিত হইতেছে। দেখাইয়া বলিলেন, যিনি আমাকে এই মনুষ্যটির প্রস্তরাবয়ব হওয়ার এবং যে বাক্যটি ইনি বলিতেছেন, তন্মর্ম্ম বলিতে পারিবেন, তাঁহাকেই আমার কন্যা সমর্পণ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। জয়দত্ত ক্ষণেককাল চিন্তা করিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভাবে সমুদায় জানিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, মহাশয় শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে শ্রীদ্বার নগরে শ্রীবৎসল নামে এক প্রজা-

বৎসল ভূপাল ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি অতীব বিক্রমশালী হইয়া প্রায় অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন। এক দিবস তিনি আপন প্রধানামাত্যমুখে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার সৈন্যমধ্যে তাঁহার প্রহরিকার্য্যে যে সকল সেনা আছে, তাহারা বিপক্ষের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহার নাশের পথ দেখিতেছে। শুনিয়া অবিশ্বাসীদিগকে যথোচিত দণ্ড করিয়া দেশ হইতে নিষ্কাসন করিয়া দিলেন। পরে আপন শরীর রক্ষার্থে রাজপুত্রত্রয়কে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজপুত্রগণ অতি সতর্কতার সহিত পর্য্যায়ক্রমে স্বীয় স্বীয় ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রজনীর শেষভাগে ছোট রাজপুত্রের পালার কালীন গবাক্ষদ্বার দিয়া এক ভয়ঙ্কর সর্প ফণা ধরিয়া রাজার পল্যঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। রাজতনয় দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া ব্যস্তে সমস্তে সর্প নষ্ট করার মানসে করে করাল তরবারি ধারণ পূর্ব্বক সর্পের অনুগামী হইলেন। সর্প পল্যঙ্কের সমীপবর্ত্তি গবাক্ষদ্বার দিয়া বহির্গমন করিল। রাজকুমার দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভাবিলেন, পুত্র আমাকে নষ্ট করার অভিলাষে আসিতেছিল, শেষে আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিয়া লজ্জায় পলাইতেছে। অমনি ক্রোধপরবশে রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক ঘাতকগণকে আজ্ঞা করিলেন, অবিলম্বে কুলকুঠার ছোট রাজপুত্রের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আন।

গুলি হেলিয়া দুলিয়া এদিকে ওদিকে পড়িতেছে। এমত কালীন একটি ফল তাহার সম্মুখে পতিত হইল। ব্রাহ্মণী কুড়াইয়া লইয়া ভাবিতে লাগিল, এই ফলটি আর কাহাকে দিব, যাহার সৌন্দর্য্যে আমার নয়নের প্রীতি জন্মিবে তাহাকেই দেওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিজ-জায়ার এক প্রিয়পাত্র ছিল। ফলটী তাহার হস্তে দিয়া বলিল নাথ! ফলের গুণ তো জ্ঞাতই আছেন; এখন ভক্ষণদ্বারা এ দাসীকে কৃতার্থম্মন্য করুন। ফলগুলি অবনিস্পর্শ হইলে তাহাতে বিষত্ব জন্মিত। শুক এ কথা পূর্ব্বে বলে নাই। লম্পট ফল ভক্ষণ করিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গ বিষে জর্জ্জরীভূত হইল। অমনি হা হতোস্মি বলিয়া ধরায় পতিত হইয়া উপপত্নী-সম্বোধনে বলিতে লাগিল রে দুশ্চারিণি! তুই আমাকে বিষ ভক্ষণ করাইলি! তোর দ্বারা যে এতাদৃশ নৃশংস ব্যবহার হইবেক আমি স্বপ্নেও ইহা জানি না। আমি তোকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলাম, তাহার কি এই প্রতিফল! বলিয়া অমনি শমননিকেতনে গমন করিল।

ব্রাহ্মণবনিতা চিরপ্রণয়কের হঠাৎ এতাদৃশ বিষম দশা দেখিয়া চতুর্দ্দিক একবারে শূন্যময় দেখিতে লাগিল। বাষ্পাকুল লোচনে গদগদস্বরে শোকাবেগচিত্তে বলিতে লাগিল হে বিধাতঃ! তোমার কি এই মনে ছিল! যা হউক, তোমার মনে যাহা ছিল তাহাই করিয়াছ; এখন আমাকে নাথের অনুগামিনী কর! আর বাঁচিবার অভিলাষ নাই। হা নাথ! একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ,

তোমার দাসীর কি দুর্গতি হইয়াছে! ব্রাহ্মণী সমস্ত রজনী কান্দিয়া কান্দিয়া দিবসোন্মুখে লোকলজ্জা ভয়ে শবটী এক স্রোতস্বতী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, ঘরে আসিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল, এ শুকের জন্যেই আমার এ প্রমাদ ঘটিল। করে কি, ব্রাহ্মণ পাছে জানে এই ভয়ে শুককেও কিছু বলিতে পারিল না। দিবানিশী কেবল শোকানলে দগ্ধ হইতে থাকিল।

ব্রাহ্মণ শ্বেতকুশেরও একটি উপপত্নী ছিল। যুবত্ব দশাবধি তাহার প্রতি তাহার এমত প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, শ্বেতকুশ যখন যে দুর্লভ বস্তু পাইত তাহা তাহাকে দিত। একদা শ্বেতকুশ আপন আবাসের উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত ফলের পাদপটী দেখিতে পাইল। সম্মুখে গিয়া দেখে, বৃক্ষটী বহুফলভরে অবনত হইয়া আছে। ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে বৃক্ষচ্যুত একটি ফল পাইয়া বহুযত্নে আপন বসনাঞ্চলে বান্ধিয়া রাখিল। ভাবিল দিবা অবসানে সুখনিশীর আগমন হইলে ফলটী পরম প্রেয়সী উপপত্নীকে ভক্ষণ করাইয়া পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিবে।

ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল। সরোজিনী-নায়ক স্বীয় সাম্রাজ্যের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে করিতে একান্ত ক্লান্ত হইয়া, বিশ্রামার্থে চরমাচল নামক পলঙ্কে উপবেশন করিলেন; শ্রমহারিণী যামিনী প্রিয়সখী সুষুপ্তি সহ আগমন পূর্ব্বক স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন; জগজ্জীবন পবন তাঁহাদিগের সঙ্গী হইয়া সোঁ সোঁ

লইল। মোহিনী দেখিল কর্ত্তা, কর্ত্রী, স্বামী, সকলেই প্রাণত্যাগ করিলেন; এখন আমার বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা-ভোগমাত্র। কেইবা দয়া করিয়া আমাকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিবে? কেই বা সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে এই শোকসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ করিবে? আমারও বাঁচিয়া থাকাপেক্ষা প্রভু ও নাথের অনুগামিনী হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই বিবেচনানন্তর সেও উক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পরিনিবেশ করিল।

রাজকুমার এই অখ্যায়িকা সমাপনপূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বাষ্পাকুল-লোচনে অর্দ্ধস্ফুটবাক্যে বলিতে লাগিলেন ধর্ম্মাবতার! অবিচারে কর্ম্ম করা উচিত নয়। চরণে ধরি, বিনয় করি, প্রাণাধিক অনুজের কি অপরাধ দৃষ্ট হইয়াছে, প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হয়। কিন্তু রাজা, এই উপাখ্যানের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া ঘাতকগণকে আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র শীঘ্র তোদের কর্ম্ম তোরা সমাপন কর্।

মধ্যম রাজকুমার দেখিলেন বড় রাজকুমারের অধ্যবসায় নিষ্ফল হইল, তখন অমাত্যগণ ও জনক সম্বোধনে বলিতে লাগিলেন হে সচিবগণ! হে রাজন্! অবিচারে কর্ম্ম করিলে পরিণামে অনেক বিপদ সম্ভাবনা। পূর্ব্বকালে এক বণিক অবিচারে স্বীয় পুত্রবধূকে বধ করিয়া পরিশেষে সবংশে প্রাণাশে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গ করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভবতীপুরে ভদ্রাবল নামে এক বণিক বাস করিতেন।

তাঁহার বৎসলতা নাম্নী এক রমণী ছিল। ভদ্রাবল বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা বহুধনস্বামী হইয়াছিলেন। কিন্তু একালমধ্যে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে না পারিবায় সর্ব্বদা নিতান্ত বিষণ্ণ থাকিতেন। এক দিবস তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জগদীশ্বর আমাকে কুবের তুল্য ধনাধিপতি করিয়াছেন; কিন্তু পুত্রধন অভাবে এ সকলই বৃথা জ্ঞান হইতেছে। পুত্র না জন্মিলে এ ধনে কি সুখ হইবে। বস্তুতঃ যে নাকি কেবল ধনস্বামী হইয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বিরহিত আছে; তাহার এই সংসার কেবল বিষময় জ্ঞান হয়। পরিশেষে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত বিবেকী হইয়া এক বিপিনে প্রবেশ করিয়া, পুত্র-কামনায় দেবদেব মহাদেবের আরাধনায় তৎপর হইলেন।

দেবরাজ পার্ব্বতীনাথ, ভদ্রাবলের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, স্বয়ং সন্ন্যাসিবেশ ধারণপূর্ব্বক হস্তে একটি ফল লইয়া আসিয়া বলিলেন বৎস ভদ্রাবল! তোমার যোগবলে জগৎকর্ত্তা পশুপতি তুষ্ট হইয়া আমাকে এই ফল দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং বলিয়া দিয়াছেন এই ফল দ্বারা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবেক। তুমি হৃষ্টচিত্তে ঘরে যাইয়া স্বীয়পত্নী বৎসলতাকে এই ফল ভক্ষণ করাও। ইহা কহিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হইলেন। ধনপতি ভদ্রাবল আহ্লাদিত চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, দেবদত্ত বরফল বৎসলতাকে দিয়া বলিলেন প্রিয়ে! জান তো, আমি পুত্রকামনায় মহাদেবের আরাধনায় সমাধি করিয়া-

ছিলাম ; অদ্য উমাপতি প্রসাদস্বরূপ আমাকে এই ফল দিলেন ; বলিয়া দিয়াছেন এই ফল তুমি ভক্ষণ করিলেই, পুত্ররূপ চন্দ্রের উদয়ে আমাদিগের চিত্ত-চকোরের পরিতৃপ্ত হইবেক।

বৎসলতা, পুলকিতান্তঃকরণে ফল গ্রহণ করিয়া, স্নানান্তে ভক্তিভাবে ভগবতী কাত্যায়নীর অর্চ্চনা সমাপন পূর্ব্বক ফল ভক্ষণ করিলেন। অব্যবহিত পরেই বণিক-পত্নী কৌতুকচ্ছলে স্বীয় স্বামী ভদ্রাবলের নিকট গর্ভের কথা ব্যক্ত করিলেন। ধনপতি, বাক্‌পথাতীত আনন্দে অভিভূত হইয়া, মহাসমারোহে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারাদি সমাধা করিলেন। যথাকালে বৎসলতা এক সুকুমার কুমার প্রাপ্ত হইলেন। ভদ্রাবল শুনিয়া যাহার ইয়ত্তা নাই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া, ভাণ্ডার হইতে ধন আনাইয়া অকাতরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করিতে লাগিলেন। আগত ভূদেবগণ বণিকতনয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন ; যাঁহার প্রসাদাৎ পঞ্চানন গরল-ভক্ষণে অচৈতন্য হইয়া পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; যিনি মহাসুর শুম্ভ নিশুম্ভকে সংহার পূর্ব্বক সুরগণকে অভয় করত দেবরাজ ইন্দ্রকে পুনর্ব্বার স্বর্গের অধিপতি করিয়াছেন ; যাঁহার প্রসাদাৎ জানকীনাথ শ্রীরামচন্দ্র, স্বীয়পত্নী পূর্ণলক্ষ্মী সীতাকে, দুর্ব্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করত উদ্ধার করিয়াছেন ; সেই ত্রিলোকেশ্বরী কৈলাসবাসিনী আপনার পুত্রকে রক্ষা করুন। দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগান্তে গমন করিলেন।

বণিকতনয়, শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি

পাইতে লাগিলেন। ষষ্ঠমাসে শুভ অন্নারম্ভ হইল। নাম বিমলেন্দু রাখিলেন। তদনন্তর পঞ্চম বর্ষে বিদ্যাভ্যাসে রত করাইলেন। কালক্রমে বিমলেন্দু সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। ভদ্রাবল, পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে জানিয়া পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন প্রভো! বিমলেন্দু এখন যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার ইচ্ছা এই যে, একটি উপযুক্তা পাত্রী হইলে তাহার বিবাহ দি। পুরোহিত বলিলেন প্রভাবতী নগরে প্রভাকর নামে এক বণিক বাস করেন। তাঁহার বিদ্যুল্লতা নাম্নী পরমাসুন্দরী এক দুহিতা আছে; সেটি আমাদিগের বিমলেন্দুর যোগ্যা। তদ্ব্যতীত আর পাত্রী দেখি না। কল্য শুভ লগ্ন আছে। আপনি এক খানি রথের আয়োজন রাখিবেন। আমি কল্যই প্রভাবতী নগরে যাত্রা করিয়া বিবাহের কথোপকথন নির্ব্বন্ধ করিয়া আসিব, বলিয়া ওদিন বিদায় হইলেন। পর দিন শুভলগ্নে যাত্রা করিয়া রথযানে প্রভাবতী নগরে উপস্থিত হইয়া, ধনপতি প্রভাকরের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। প্রভাকর, অভ্যাগত ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন। ব্রাহ্মণ, অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতু বলিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন।

প্রভাকর জিজ্ঞাসা করিলেন দেবতে! কোথা হইতে আসিতেছেন? এবং কি অভিপ্রায়েইবা এ দীন নরাধমের আলয় শুদ্ধ করিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার বাসস্থান ভবতীপুর। আমি বণিকরাজ ভদ্রাবলের পুরোহিত।

ভদ্রাবলের একটি পুত্র আছে। শুনিয়া থাকিবেন, সে রূপে রতিপতি, গুণে বৃহস্পতি। ভদ্রাবলের ইচ্ছা যে, তাহার সহিত আপনার কন্যাটির বিবাহ হয়। প্রভাকর শুনিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং এই খানেই কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, মনে মনে স্থির করিয়া, স্বীয় পত্নীকে গিয়া বলিলেন প্রিয়ে! বিদ্যুল্লতা এখন বিবাহ-যোগ্যা হইয়াছে। শুনিয়া থাকিবে, ভবতীপুরে ভদ্রাবল নামক বণিকের একটি পুত্র আছে; সে অতি শ্রীমান্ এবং বুদ্ধিমান্। ভদ্রাবলের পুরোহিত তাহার সম্বন্ধবার্ত্তা লইয়া আসিয়াছেন। তোমার অভিমত হইলেই সম্বন্ধ স্থির করিয়া, বিদ্যুল্লতাকে বিমলেন্দুসাৎ করিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইতে পারি; আমার জানা আছে ঘর বর অতি ভাল। বণিকপত্নী বলিলেন স্বামিন্! আপনার মত হইলে আমার অমত কি? প্রভাকর, গৃহিণীর অভিপ্রায় জানিয়া আগত দ্বিজসন্নিধানে গিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়! কল্য আমার পুরোহিতকে বাগ্দানের দ্রব্য সামগ্রী সহ পাঠাইয়া দিব। আপনারা গিয়া শুভকর্ম্মের আয়োজন উদ্যোগে প্রবর্ত্ত হউন, বলিয়া প্রণাম করিলেন। দ্বিজ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগান্তে রথযানে ভবতীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া, ভদ্রাবলের নিকটে গিয়া বলিলেন বাছা ভদ্রে! তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক। কল্য প্রভাকর বাগ্দানের সামগ্রী সহ তাঁহার পুরোহিতকে পাঠাইয়া দিবেন। তুমিও শুভকর্ম্মের আয়োজন উদ্যোগে প্রবর্ত্ত হও।

তৎ পর দিন প্রভাকর আপন পুরোহিতকে যথোচিত

দ্রব্য সামগ্রী এবং বহু ধন সহ পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, যেন কোনমতে কোন বিষয়ের ত্রুটি না হয়। পুরোহিত, ভবতীপুর ভদ্রাবল বণিকের বাটী পৌছিয়া, লগ্নপত্র করিলেন। পরিশেষে শুভলগ্নে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে প্রভাকর, দুহিতা বিদ্যুল্লতাকে পাত্রসাৎ করিয়া দিয়া দান দুঃখী অনাথগণকে বহু ধন বিতরণ পূর্ব্বক আপনালয়ে গিয়া, মহাসুখে কালযাপন করিতে থাকিলেন।

ভদ্রাবল, পুত্র ও পুত্রবধূর সুখ বিধানার্থে আপনাবাসান্তরালের এক উদ্যান মধ্যে, দম্পতির বাসোপযোগী এক সুরম্য হর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বিমলেন্দু বিদ্যুল্লতা উভয়ে সেখানে মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সুখ গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল। সমুদয় তরু লতা হরিদ্বর্ণাভিষিক্ত হইয়া, মদগর্ব্বে বায়ুতে হেলিয়া দুলিয়া নানা প্রকার আনন্দ করিতে থাকিল; হরিণ হরিণী, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ইতস্ততঃ জলান্বেষণ করিতে লাগিল; তাহাতে আবার পূর্ণ শশধর স্বীয় সহচর নক্ষত্রগণ সঙ্গে, গগণমণ্ডলে আরোহণ পূর্ব্বক রমণীয় কিরণ বিতরণ দ্বারা জগজ্জনের মন হরণ করিতে লাগিলেন। বিমলেন্দু, বিদ্যুল্লতাকে লইয়া অলিন্দোপরি উঠিয়া এদিকে ওদিকে বিচরণ করিতে করিতে বলিলেন প্রিয়ে! বিরহিণীরা এখন কি দশায় আছে? আহা! কি সুখ নিশী। চতুর্দ্দিক নবীন নবীন দেখাইতেছে! বোধ হইতেছে যেন রমণীয়

গ্রীষ্মকাল এই উপবনমধ্যে আবাস বানাইয়া বিরাজ করিতেছে। দেখ! গন্ধরাজ জাতী জূতী মালতী পুষ্পগুলি দন্তপাঁতি বিকসিত পূর্ব্বক সহাস্য বদনে, আপন নাথ দক্ষিণানিলের সহিত মস্তক লাড়িয়া লাড়িয়া কৌতুকামোদ করিতেছে। এইমতে গ্রীষ্ম ঋতুর অবসান হইল।

নিদারুণ বর্ষাকালের আগমনে গগণমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বারি বর্ষণ হইতে লাগিল; সমুদয় জলাশয় জলে পরিপূর্ণ হইল; পদ্ম, কুমুদ সমুদয় জলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া জলাশয়ের শোভা বৃদ্ধি করিল; হংস, চক্রবাক, ডাহুক প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গগণ নূতন জলাগমে, আনন্দে মোহিত হইয়া জলাশয় মধ্যে কেলি করিতে থাকিল; ময়ূর ময়ূরী মেঘ দেখিয়া আহ্লাদে পেঁকম ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। 'বণিকতনয়, বনিতা সম্বোধনে বলিলেন প্রেয়সি! শুনিতেছ? আহা! ভেকগুলি মকো মকো শব্দে কি বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছে! খেচরগণ আপন আপন কুলায়ে বসিয়া মধুরস্বরে কিবা অপূর্ব্ব দু একটি কথা বলিতেছে! বৃক্ষ লতাগুলি যেন একতানমনে তাহা শুনিতেছে, এবং অঙ্গ অলস হইয়াছে! বলিয়া দুই জনেই অনন্যমন হইয়া, কেবল তাহাই দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। এইমতে নিয়মিত কালান্তে বর্ষা ঋতুর শেষ হইল।

মনোহারিণী শরদ্ ঋতুর আগমন হইল। তখন এই অসীম আকাশে জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হইয়া সুধাসিক্ত আহ্লাদকর কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক এই পৃথিবীকে

পরম রমণীয় অনুপম সুখধাম করিল; সুধাংশুর অংশু জলাশয়ের আলোড়িত জলে প্রতিভাত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় যাইয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া এদিকে ওদিকে বেড়াইতে লাগিল; শেফালিকা প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিল। বিদ্যুল্লতা সুখে অধীরা হইয়া মনের আবেশে স্বীয় কান্ত বিমলেন্দুকে বলিলেন, অয়ি নাথ! দেখিতেছ, উৎপলগুলি আপন নাথ সুধাংশুর সমাগমে কত আনন্দই অনুভূত করিতেছে। রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে; চন্দ্রদেব আপনাবাসে গমনোন্মুখ হইয়াছেন। আহা! প্রণয়ের কি এই ধর্ম্ম! যাহার সমাগমে রজনী এতাদৃশ বহুল আনন্দাধিকারিণী হয়, তাহার কি এই উচিত! বিমলেন্দু ভার্য্যার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, প্রতিউত্তর প্রদান করিলেন। প্রিয়ে! মনের সহিত বলিতেছি; এ দেহে জীবন থাকিতে এ সুখ নিশীর অবশান হইয়া, বিরহ হইবেক না। কালক্রমে শরদ্ ঋতু কাল প্রাপ্ত হইল।

শুভক্ষণে ভীষণাস্য হেমন্তের উদয় হইল। অল্প অল্প শিশির পড়িতে লাগিল; ধান্য প্রভৃতি রবিখন্দ পাকিয়া ইতস্ততঃ নয়নের বড় প্রীতি জন্মাইল; ভগবান্ কন্দর্প, মুলাফুলে স্বীয় শর বানাইলেন। বণিকদম্পতি সুখে হেমন্তঋতুর সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। মাসদ্বয়ে হেমন্তের অন্ত হইল।

দুরন্ত শীত ঋতুর আবির্ভাবে দিগ্বিদিক্ শিশিরে একেবারে আচ্ছন্ন হইল; বক, জবা, অপরাজিতা ইত্যাদি

স্থল-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল; মৎস্যলোভী পক্ষিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া উড়িয়া যাইয়া ঝিলে বিলে বসিতে লাগিল। বিমলেন্দু বনিতাসহ শীতঋতুর সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে শীতঋতুর চরমকাল উপস্থিত হইল।

রমণীয় বসন্তকালের আগমনে সুগন্ধ গন্ধবহের সুশীতল সঞ্চালনে দশদিক আমোদিত করিয়া ফেলিল; সমুদয় তরু, লতা, কিশলয় মুকুল মুঞ্জরিতে সুশোভিত হইয়া উঠিল; বনপ্রিয়গণ ডালে ডালে বসিয়া কুহু কুহু স্বরে পৃথিবীস্থ তাবল্লোকের মন হরণ করিল; অলিকুলের ঝঙ্কারে যুবক যুবতীগণের অঙ্গ মন্মথরসের উদ্রেক সহকারে সিহরিয়া উঠিল। বিমলেন্দু, বিদ্যুল্লতার হস্ত ধারণ করিয়া, নিশীযোগে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে উপবনমধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, সুখ বসন্তকালের সুখ আহরণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎকালান্তে বণিকনন্দন নিদ্রাবেশে কাতর হইয়া উপবনস্থ অট্টালিকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পল্যঙ্কোপরি শিরীষ কুসুম সদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়া সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলেন। বিদ্যুল্লতাও তদুপরি এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া বিহঙ্গমগণের গান শুনিতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকিলেন। তদনন্তর রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে নদীতীরে এক শৃগাল ডাকিয়া বলিতেছে, "যদি নিকটে কোন সতী স্ত্রী থাক, তবে আগমন করিয়া এই নদীমধ্যে ভাসমান এ মৃতদেহে যে পাঁচটি মণি আছে লইয়া যাও। আমি তাহাদিগের নিমিত্তে শবস্পর্শ করিয়া অভিলষিত গলিত মাংস আহার করিতে পারিতেছি না।"

বিদ্যুল্লতা পশুপক্ষীর ভাষা জানিতেন; সুতরাং শিবার কথা বুঝিতে পারিয়া নদ্যভিমুখে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন স্রোতস্বতীমধ্যে যথার্থই একটি শব ভাসিয়া যাই-তেছে। তখন ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সন্তরণ দিয়া শবটি কূলে লইয়া আসিলেন। দেখিলেন শবটির বসনাঞ্চলের গ্রন্থিমধ্যে যেন পূর্ণশশধরের আভা প্রকাশ পাইতেছে। মনে মনে অসীম আনন্দিত হইয়া খুলিয়া দেখেন, যথার্থই তন্মধ্যে পাঁচটি মণি আছে; লইয়া শবস্পর্শজন্য স্নান করত নিশী অবশান জানিয়া ব্যস্তে সমস্তে গৃহ অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

বণিকরাজ ভদ্রাবলও উক্ত সময়ে প্রাতঃকৃত্য হেতু উক্ত পথে নদীর ঘাটে যাইতেছিলেন। বিদ্যুল্লতা, শ্বশুরকে পথমধ্যে সমাগত দেখিয়া ব্রীড়ায় চন্দ্রানন অবগুণ্ঠনে ঢাকিলেন। ভদ্রাবল, পুত্রবধূ এমন সময়ে একাকিনী কোথা হইতে এখানে আইল; বোধ করি এ দুশ্চরিত্রা হইয়াছে। উপপতি সঙ্গে বনমধ্যে রজণী বঞ্চন করিতে-ছিল; ইতিমধ্যে রাত্রি প্রভাত জানিয়া ত্বরিতগমনে গৃহে আগমন করিতেছে সন্দেহ নাই। যেহউক, প্রতিবিধান করিতে হইবে। কিন্তু কি করিবেন, তৎভাবনায় উৎক-লিকাকুল হইয়া, ভাবিতে ভাবিতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক গৃহে গিয়া, একাকী এক নির্জ্জন স্থানে বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিলেন। কাহার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিলেন না।

বিমলেন্দু প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পিতাকে নম-

স্কার করিতে গিয়া দেখেন, তিনি যেন অকূল ভাবনা-সাগরে নিপতিত হইয়া আছেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র মুখ ফিরাইলেন। বিমলেন্দু, ভদ্রাবলের মনোগত ভাব কিছুই জানেন না। ভাবিতে লাগিলেন কল্য পিতাকে সর্ব্বকাল অতি হৃষ্টচিত্ত দেখিয়াছি; হঠাৎ অদ্য এমন কি ঘটিল, যে তিনি ভাবিতে ভাবিতে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কিছুই উত্তর পাইলেন না। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়বচনে বলিতে লাগিলেন পিতঃ! কি জন্য আপনাকে ঈদৃশ বিষাদসাগরে বিলুপ্ত দেখা যাইতেছে? এবং কি জন্যই বা এ দাসের সঙ্গে কথা কহিতেছেন না? চরণে নিপতিত হই; কৃপা বিতরণে ভাবনার আদি অন্ত জানাইয়া, এ দাসকে কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। যখন দেখিলেন তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না, তখন জননী বৎসলতার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিতে লাগিলেন জননি! পিতা অদ্য আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন না; কেবল বিষণ্ণমনে কি জানি কি ভাবিতেছেন। চরণারবিন্দে লুণ্ঠিত হইয়া কতই ব্যগ্রতা করিলাম। কিছুই না বলিয়া অধিকন্তু মুখ ফিরাইয়া থাকিলেন। বলিব কি, দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বোধ করি এ কুপুত্রের কোন অসৎ কর্ম্মে রোষ-পরবশ হইয়া থাকিবেন। সত্য বলিতেছি, পিতার মনোদুঃখ জানিতে না পাইলে নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

বৎসলতা, হঠাৎ পুত্রমুখে এতাদৃশ অসম্ভাবিত দুঃখ-জনক কথা শুনিতে পাইয়া, শিহরিয়া বলিতে লাগিলেন বৎস বিমলেন্দো! তুমি কি জন্য এত উতলা হইয়াছ? ক্ষান্ত হও! খেদ করিও না! বোধ করি তোমার পিতা বাণিজ্য-বিষয়ের কোন অশুভ সম্বাদ পাইয়া থাকিবেন; তজ্জন্যই এত বিষণ্ণ হইয়াছেন। বৎস! তুমি জাননা, বণিকদিগের মধ্যে মধ্যে এমত অনেক ঘটিয়া থাকে। বিমলেন্দু বলিলেন জননি! আপনি যে আজ্ঞা করিতে-ছেন, আমার বোধ হইতেছে, তা নয়; কেননা, তাহা হইলে পিতার, আমার নিকট বলিতে কোন বাধা ছিল না; বিশেষতঃ তিনি, আমাকে দেখিয়া বিষণ্ণতার আরো আধিক্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমার একান্তই বোধ হইতেছে, মদীয় কর্তৃক কোন অসাধারণ দুরূহ কুকর্ম্ম কৃত হইয়া থাকিবে; নতুবা এমন হয় না।

বৎসলতা, যখন দেখিলেন পুত্র কোনমতেই প্রবোধ মানিল না; তখন তাঁহাকে লইয়া ভদ্রাবলের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন প্রভো! কি জন্য আপনি এত বিষাদ-সাগরে পতিত হইয়া আছেন? এবং কি জন্যেইবা তাহা প্রকাশ না করিয়া, জীবনসর্ব্বস্ব বিমলেন্দুর মুখ ইন্দু মলিন করিতেছেন? অবলোকন করিয়া দেখুন! প্রাণধন নন্দন আপনার ঈদৃশ দশা দেখিয়া, দুঃখে অভিভূত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া আছে।

ভদ্রাবল এতকাল ভাবিতে ভাবিতে নিশ্চয় করিয়াছেন, পুত্রবধূ একান্তই দুশ্চরিত্রা হইয়াছে; অতএব তাহাকে

বনবাস দেওয়া কর্ত্তব্য। পুত্রের নিকট বলি, হয় তো তাহাকেই বনবাস দেওয়া হইবেক, নতুবা অন্ততঃ আমাকেই গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে হইবেক। এতাবৎ বিবেচনার পর, পুত্রকে নিকটে আসিবার ইঙ্গিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন বৎস! বলিতে চাই, আবার ভয় পাই; যদি কথা রাখ এমত বল, তবে বলিতে পারি। বিমলেন্দু পিতার মুখে এবম্প্রকার খেদান্বিত বাক্য শুনিয়া প্রতিবচন প্রদান করিলেন পিতঃ! এ কি আজ্ঞা করিতেছেন? দেখুন, সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র, পিতৃআজ্ঞায় সুখদ রাজত্ব পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃক্ষবল্কল পরিধান করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে পরিভ্রমণ দ্বারা অশেষ ক্লেশ পাইয়াছিলেন। পিতৃআজ্ঞায় পরশুরাম, তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা জননী রেণুকার প্রাণ পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়াছিলেন। পিতৃআজ্ঞায় যযাতিনন্দন পূরু সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জনকের জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাদিগের ঐ সকল ক্রিয়াজনিত কর্ম্মকে পুণ্য জানিয়া, ধর্ম্ম বলিয়া অদ্যাপি সেই সকল প্রসঙ্গ শ্রবণ করে। বলিতে বলিতে নয়নযুগল হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

ভদ্রাবল দেখিলেন, তিনি যাহা বলিবেন পুত্র তাহাই করিতে ব্যগ্র আছে; অতএব বলিলেন বৎস! বধূবিদ্যুল্লতাকে বনবাস দিতে হইয়াছে। বিমলেন্দু, এ আবার কি বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল! পিতা ঈদৃশ বিষসদৃশ

আজ্ঞা করিতেছেন কেন! ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না; এবং লজ্জা ও ভয়ের উদ্রেক সহকারে কারণ জিজ্ঞাসু হইতে না পারিয়া, যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া, সারথিকে ডাকিয়া বলিলেন, অতি সত্বর এক খান রথে অশ্বসংযোগ করিয়া লইয়া আইস, অতি প্রয়োজন আছে। বলিয়া উপকাননস্থ শয়নাগারে গিয়া দেখেন বিদ্যুল্লতা দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছেন। স্বামি দর্শনে পুলকিত হইয়া বলিলেন নাথ! আজি আপনাকে এত বিমনা দেখা যাইতেছে কেন? একটি শুভ সংবাদ আছে; যদি মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ করেন, বলি। বিদ্যুল্লতা যে মণিবৃত্তান্ত বলিবেন, বিমলেন্দু ইহা বুঝিলেন না; বুঝিলেন অন্য কোন কথা বলিবেন; সেমতে সে কথায় মনোনিবেশ না করিয়া পিতৃআজ্ঞা অপ্রকাশ রাখিয়া বলিলেন প্রিয়ে! যদি পিত্রালয়ে যাওয়ার বাসনা হয়, আমার সঙ্গে চল; রথ প্রস্তুত আছে। আমার কোন কার্য্যগতিকে তথায় যাইতে হইয়াছে।

বিদ্যুল্লতা বুঝিলেন যথার্থই পিত্রালয়ে যাইবেন; অতএব রথারোহণে সত্বর করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সারথি আসিয়া বণিকপুত্র-সমীপে নিবেদন করিল মহাশয়! রথ প্রস্তুত হইয়াছে; আরোহণ করিলেই হয়। বিমলেন্দু কান্তার কর গ্রহণ পূর্ব্বক রথারূঢ় হইলেন। পাচনী আঘাতে অশ্বগণ বায়ুবেগে বিপিনাভিমুখে ধাবমান হইল। দিবাবসানে সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী

হইলে, যামিনী কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করতঃ, যাত্রার পূর্ব্বে সহচরী সন্ধ্যাকালকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন।

বিমলেন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন অরণ্য অতি নিকট হইয়াছে, রজনীও সমাগত প্রায়। অদ্য রথসহ সারথিকে বিদায় দেওয়া যাউক; কল্য কোন কৌশল করিয়া ভার্য্যাকে এই বনে রাখিয়া গৃহে প্রতিগমন করা যাইবেক। পরে নিরতিশয় শোকাবেগচিত্তে ব্যপদেশ করিয়া বলিলেন প্রিয়ে! এই অরণ্যে ভয়ঙ্কর দস্যু-ভীতি আছে; রথারোহণে গমনাপেক্ষা বরং দরিদ্রবেশে এই বনাতিক্রম করা ভাল; তোমার অলঙ্কার সকলও খুলিয়া বস্ত্রে প্রচ্ছাদিত করিয়া লও, সাবধান যেন তাহা দেখা না যায়; পরে নগর নিকটবর্ত্তী হইলে পুনর্ব্বার পরিধান করিতে পারিবে। আর সারথিও রথ লইয়া এখান হইতে ফিরিয়া যাউক। বিদ্যুল্লতা, স্বামিবাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক অঙ্গ হইতে অলঙ্কার সকল উন্মোচন করত বস্ত্রাবৃত করিয়া লইলেন, এবং দরিদ্রবেশে দুর্গম বর্ম্মাতিক্রম করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিমলেন্দু রথ-সহ সারথিকে বিদায় দিয়া, ভার্য্যাসহ পদব্রজে বনের ঘোরতর মধ্যপ্রদেশে যাত্রা করিলেন। একেত ঘোরতর অরণ্যানী; তাহাতে আবার ঘনতর ঘনঘটাদ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার হইয়াছে। বিমলেন্দু দারুণ ভাবনা ও পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া এক মহীরুহমূলে বিশ্রামার্থে গিয়া, বিদ্যুল্লতাকে বলিলেন দেখ! আমি অদ্য আর চলিতে পারি না। হাটিতে হাটিতে তুমিও শ্রান্তা হইয়া থাকিবে;

আইস অদ্য এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করি। নিশী অবসানে গম্যস্থানে গমন করিব। বিদ্যুল্লতা বলিলেন নাথ! যাহাতে আপনার অভিরুচি, তাহাই আমার প্রার্থিতব্য। আপনি শয়ন করুন; আমি আপনার চরণসেবা দ্বারা শ্রম সফল করি। বলিয়া শিরীষ কুসুমাপেক্ষা সুকুমার কোমল করপল্লবে স্বামীর চরণসেবায় প্রবর্ত্ত হইলেন। বিমলেন্দু এতাদৃশী পতিপরায়ণা হিতৈষিণী প্রণয়িনীকে কিরূপে এঘোর অটবীমধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া যাইবেন; ভাবিতে ভাবিতে কিংকর্ত্তব্যাবধারণে বিমূঢ় হইয়া সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলেন।

বিদ্যুল্লতা, স্বামিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার স্বামী ও পিতা উভয়েই প্রচুর ধনস্বামী; অতএব স্বামীর ঈদৃশী দরিদ্রাবস্থায় শ্বশুরালয়ে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব বোধ হইতেছে না। যে একখানি রথ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাও বিদায় দিলেন। প্রত্যুত আমিত পিত্রালয়ে আরও গমনাগমন করিয়াছি; কিন্তু এতাদৃশ কষ্টগম্য পথ তো আর কখনও নয়নগোচর হয় নাই। বিশেষতঃ, যাত্রাকালাবধি ইঁহার মুখারবিন্দ যেন ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; শ্বশুরালয়ে যাইতে হইলে এত ম্লান হওয়ার বিষয় কি? তবে মনে এই লইতেছে, আমি যে শব হইতে মণি লইয়া গৃহে যাইতেছিলাম, তখন শ্বশুর মহাশয় আমাকে দেখিয়াছিলেন; বোধ হয়, তাহাতেই তিনি আমাকে দুশ্চরিত্রা জ্ঞান করিয়া বনবাস পাঠাইয়া দিলেন। অধিকন্তু দেখা

যাইতেছে, স্বামী যেন আমাকে কিরূপে বনবাসরূপ দণ্ড-বিধান করিবেন, কেবল তাহার চেষ্টাতেই নানা ব্যপদেশ করিতেছেন। ইহা ভাবিতে ভাবিতে ম্লানমুখী হইয়া হা বিধাতঃ! তুমি কি আমার ললাটে এই লিপি করিয়া-ছিলে। ইহা কহিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিদ্যুল্লতা এইরূপ খেদ বিকাশ করত অশ্রুনীরে বক্ষঃ-স্থল অভিষিক্ত করিতেছেন; এমন সময় শুনিতে পাইলেন ঐ বৃহদরণ্যের কোন অংশে এক বায়স বলিতেছে "যদি নিকটে কোন পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী থাক, তবে এই যে মৃতসর্প-শিরে দুই মণি আছে, আসিয়া ইহা গ্রহণ কর"। বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যুল্লতা বায়সের কথা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, একবার পঞ্চ মণি পাইয়া, এই দশা ঘটিল; আবার এ কি শুনিতে পাই? এবং চিত্ত কেন মণিলোভে চঞ্চল হইতেছে? হৃদয়! সুস্থির হও! মণিলাভের লোভ সম্বরণ কর! তোমার কপালে যদি সুখই থাকিবে, তবে একবার পাঁচমণি পাইয়াছিলে, তাহা-তেই হইত! দেখ, অধিক কি, তাহাতে আরো দুঃখের বৃদ্ধিই হইল! বিপুল ধনস্বামীরাও যখন অল্প ধনের লোভ সংযমন করিতে পারেন না, তখন এত বহুমূল্য মাণিক্য; যাহার "এক একটি সাত রাজার ধন" বলিয়া কথিত আছে; কিরূপে তাহার লোভ সম্বরিয়া থাকিতে পারা যায়। পরিশেষে লোভপরবশ হইয়া মণি আনয়নার্থে কাকস্বর লক্ষ্য করিয়া নিবিড় অরণ্যানীর এক প্রান্তভাগে যাইয়া দেখেন, যথার্থই এক মৃতফণিশিরে দুইটি মণির

কিরণে তৎস্থান আলোকময় করিয়াছে; কাক, বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে। তখন সর্পশিরঃস্থিত মণি দুইটি লইয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত পঞ্চটী মণির সঙ্গে বসনাঞ্চলের এক গ্রন্থিতে বন্ধন করিলেন। এমনকালে বায়স, পক্ষিদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্তে বিমান যানারোহণ করিয়া বলিতে লাগিল পতিপরায়ণা বিদ্যুল্লতে! অদ্য তোমার শুভাগমে, আমি জন্মান্তরীণ শাপ হইতে উদ্ধার পাইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, মণি লইয়া পতিসহ গৃহে যাইয়া পরমসুখে কালাতিপাত কর। বিদ্যুল্লতা এই অসম্ভাবিত কাণ্ড দর্শনে, সবিস্ময়চিত্তে এতন্মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়ার অভিলাষে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো! আপনি কে? এবং কি নিমিত্ত কাকদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? অদ্য কি গতিকে গন্ধর্ব্ব কলেবর প্রাপ্ত হইলেন? গন্ধর্ব্ব বলিল তুমি আমাকে শাপোন্মুক্ত করিলে, প্রশ্নোত্তর দ্বারা তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অতএব বলিতেছি; আমার বিবরণ শ্রবণ কর।

ধরণীকীলক হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে, কলিন্দম নামে এক গন্ধর্ব্ব বাস করেন। আমি তাহার আত্মজ, নাম অরিন্দম! আমি, অসভ্য সমবয়স্কদিগের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়াইতাম; শাস্ত্রচিন্তা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে ক্ষণকালের নিমিত্তেও মনোনিবেশ করিতাম না। পিতা, আমাকে সময়ে সময়ে উপদেশ ছলে কতমত ভর্ৎসনা করিতেন; কিন্তু কিছুতেই আমার সেই দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না; বরং ক্রমে ক্রমে এমত সমৃদ্ধি হইল যে, আমি

কুকর্ম্ম ব্যতীত থাকিতে পারিতাম না। পরিশেষে পিতা আর আমার বিষয়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া, বলিলেন রে দুশ্চরিত্র! আমি আর তোর মুখাবলোকন করিব না; তুই আমার দৃষ্টিপথের অন্তর হ। আমার এ সকল কথায় কি যায় আসে; সুতরাং স্বমতাবলম্বীবয়স্যগণের সহিত কেবল দুষ্প্রবৃত্তির অনুকরণেই কালযাপন করিতে লাগিলাম।

পশুহিংসায়, আমার মহীয়সী প্রবৃত্তি ছিল। একদিন আমি মৃগয়ার্থে, বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে হিমালয় পর্ব্বতের এক প্রান্তভাগে যাইয়া, বহুবিধ জীবহিংসা করিয়া, অন্তে একটি মৃগশাবক দেখিতে পাইয়া, তৎপতি ইষু নিক্ষেপ করিলাম। দৈবগতিকে তাহা তাহার গাত্রবিদ্ধ না হইয়া, স্থানান্তরে গিয়া পতিত হইল। হরিণশিশু, প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল। আমি পুনর্ব্বার শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলাম। শাবকটি দৌড়িতে দৌড়িতে যেন কোথায় গেল, আমি আর দেখিতে পাইলাম না। তখন রাত্রি হইল দেখিয়া বয়স্যগণের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলাম। এক মুনি-কুটীরের নিকট দিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম উক্ত কুটীরের মধ্যে পূর্ণ শশধরের আভা প্রকাশ পাইতেছে। ধীরে ধীরে পর্ণশালাভিমুখে যাইয়া, বৃতির অন্তরাল হইতে উকি দিয়া দেখিলাম, মুনি ঘরে নাই; মুনিপত্নী শয়ান আছেন। তখন মণি অপহরণ করিবার মানসে কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মণি লইয়া বাহির হইতেছি, ইত্যবসরে মুনিপত্নী নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া

বলিলেন রে পাপাত্মন্ ! তুই গন্ধর্ব্বকুলে জন্মধারণ করিয়া, ব্রাহ্মণের বস্তু অপহরণ করিতে আসিয়াছিস্ ! বলিয়া সরোষবচনে শাপ প্রদান করিলেন, রে হতভাগ্য ! যেমন তুই মণিলোভে এমত দুরূহ কর্ম্ম করিলি ; তেমনি মণিধারী ফণী হইয়া গিয়া পৃথিবীতে থাক্ ! দারুণ শাপ শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তখন মুনিপত্নীর চরণ-কমলে নিপতিত হইয়া, ভক্তিসহকারে বলিতে লাগিলাম জননি ! উদ্ধার কর ! উদ্ধার কর ! তোমার অবোধ সন্তান না বুঝিয়া একটা গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি ; তজ্জন্য যে জননীর এতাদৃশ কোপে পতিত হইব, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলাম না। এখন উদ্ধার কর ! মুনিপত্নী আমার কাতরোক্তিতে সদয়া হইয়া, সকরুণ বচনে কহিতে আরম্ভ করিলেন বৎস ! আমি সাধ্বী স্ত্রী, আমার বাক্য অখণ্ড্য ; কোন মতেই শাপের অন্যথা হইবেক না। তোমাকে সর্পকলেবর ধারণ করিতেই হইবে। তবে এই বলি, দিনে সর্প-কলেবর ধারণ পূর্ব্বক এই মণিদ্বয় শিরে ধারণ করিয়া থাকিবে, তামসীযোগে কাকাবয়র প্রাপ্ত হইয়া সতীর অন্বেষণ করিবে। যৎকালে মাদৃশী পতিব্রতা নারীকে এই মণি দান করিতে পারিবে; তৎকালে শাপমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার গন্ধর্ব্বকলেবর পাইতে পারিবে। তদবধি আমি সর্প ও কাকাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া এস্থানে আছি। অদ্য তোমার শুভ আগমনে শাপোন্মুক্ত হইলাম, বলিয়া শূন্যপথে অদৃশ্য হইল। বিদ্যুল্লতা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া পতির নিকট গমন করিলেন।

এদিকে বিমলেন্দু নিদ্রা হইতে চৈতন্য পাইয়া দেখেন রমণী নিকটে নাই। ভাবিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর হিংস্র পশুগণের নিনাদ শুনিতেছি, নাজানি তাহারা আমার প্রেয়সীকে ভক্ষণ করিল, কিম্বা সে কি বনবাস বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়াই কোন কূপমধ্যে ঝম্প দিয়া আত্মঘাতিনী হইল। হা জগদীশ্বর! বল দেখি কোন্ খানে গেলে আমার প্রাণসমা নিরুপমা প্রেয়সীকে পাইতে পারিব? ভাবিতে ভাবিতে "হা হতোস্মি" বলিয়া ধীহারা হইয়া ভুমিতলে পতিত হইলেন। কিঞ্চিদ্বিলম্বে চৈতন্য হইলে ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ সেই বামলোচনা স্ত্রীরত্নের গবেষণা করিতে লাগিলেন। এমত কালে দেখেন, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গজেন্দ্রগমনে ঈষদ্ধাস্য বদনে অরণ্যের কিয়দংশ উজ্জ্বল করিয়া আসিতেছেন। দেখিতে পাইয়া সন্দেহ জন্মিল, এ অবশ্যই কুলটা হইয়া থাকিবেক; নতুবা এ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে এই বৃহদরণ্য মধ্যে কোথা হইতে একাকিনী হাসিতে হাসিতে আসিতেছে? বোধ করি, এখানে ইহার উপপতি আসিয়া থাকিবে; তৎসঙ্গে কৌতুকবিলাসে মগ্না ছিল; শেষে আমার নিদ্রাবসান কাল জানিয়া আসিতেছে। এখন কি কর্ত্তব্য! এখানে রাখিয়া গেলে উপপতিসহযোগে পাপাচরণ করিবেক; অধিকন্তু একথা দেশে দেশে প্রকাশ পাইয়া আমার অখ্যাতি হইবেক; অতএব ইহার প্রাণদণ্ড করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বিদ্যুল্লতা ইত্যবসরে সম্মুখীন হইলে, বিমলেন্দু ক্রোধ-

কম্পান্বিত কলেবরে কহিতে লাগিলেন রে পাপীয়সি! রে দুশ্চারিণি! তোর স্বভাব আমি জানিতে পারিয়াছি। এই জন্যেই পিতা, তোকে বনবাস দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। তোর কি কিছুই ভয়সঞ্চার হইল না যে, আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছি। বিদ্যুল্লতা বুঝিতে পারিলেন, স্বামী তাঁহাকে অনংস্বভাবা-জ্ঞানে ভর্ৎসনা করিতেছেন। তখন আনুপূর্ব্বীক মণিবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, অঞ্চল হইতে মণি সপ্তটি খুলিয়া স্বামীর চরণে ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন নাথ! আপনি এই মণি সাতটি লইয়া গৃহে গিয়া সুখে কালযাপন করুন। আর কি, ভগবান আমাকে যে দশাতে ফেলাইয়াছেন, আমি তাহাই স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনায় সমাধি করিতেছি, বলিয়া বাষ্পাকুললোচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মহাধনাত্মজ, পত্নীর মুখে মণিবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইয়া, বলিলেন প্রিয়ে! আমি না জানিয়া তোমাকে কলঙ্কারোপ পূর্ব্বক দুর্ব্বিসহ তিরস্কার করিয়াছি; এবং পিতাও আদি অন্ত না জানিয়া, বনবাস দেওয়ার আজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু এ আমাদিগের দোষ নয়। বিবেচনা করিতে পার, সকলি জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরের ইচ্ছাতে হয়; কিছুই মনুষ্যে করিতে পারে না। অতএব প্রিয়ে! খেদ সম্বরণ কর! চল, রজনী প্রভাতে দুই জনেই গৃহে প্রতিগমন করি। পিতা মাতা, মণিবৃত্তান্ত শুনিলে না জানি কত হৃষ্ট হইবেন। আর চক্ষু হইতে বারিধারা নির্গত করিও না; তদ্দৃষ্টে আমি দশ দিক

শূন্যাকার দেখিতেছি। বিদ্যুল্লতা বলিতে লাগিলেন নাথ! এই সংসার কেবল মায়াপ্রপঞ্চ। দেখুন, যখন সুস্থশরীরে কোন আনন্দজনক কর্ম্মে লিপ্ত থাকা যায়; তখন ইহ সংসার কেবল আনন্দভুবন বলিয়া বোধ হইতে থাকে। আর যখন অসুস্থ কলেবর অথবা কোন একটা দুঃখজনক ব্যাপার উপস্থিত হয়; তখন সেই আনন্দময় সুখধামকে কেবল দুঃখভাণ্ডার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। আরো দেখুন, অদ্য সম্রাট, কল্য দীন; অদ্য অপার আনন্দিত, কল্য মহা দুঃখিত; অদ্য আশাতীত নবসৌভাগ্য লাভজনিত মহোল্লাস, কল্য পূর্ব্ব সম্পত্তি নাশ হেতু অপার দুঃখ; অদ্য লোকের নিকটে আদৃত, কল্য অপযশ বিস্তার জন্য মনঃক্ষুণ্ণ; অদ্য প্রাণাধিক নন্দনের মুখচন্দ্রমা দৃষ্টে চিত্তচকোরের তৃপ্তিলাভ, কল্য তাহার শবোপরি অশ্রুবর্ষণ দ্বারা হৃদয়কে বিদীর্ণ করা; অদ্য রূপ লাবণ্য-বিশিষ্ট সুন্দর কলেবর এবং আশাতে বদন প্রফুল্ল, কল্য ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া সকল আশা নষ্টকারী মৃত্যুর মুখে নিপতিত হওয়া! হায়! হায়! সকলি ক্ষণভঙ্গুর; কিছুই চিরস্থায়ী নয়! যিনি এই মায়া ও দুঃখময় সংসারকে অনিত্য জানিয়া, সেই নিত্য পরিশুদ্ধ পরাৎপরকে জানিতে পাইয়া তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন; তিনিই ধন্য। অতএব, আমার আর এই অনিত্য বিষময় সংসারে ইচ্ছা নাই। বিমলেন্দু বলিলেন প্রিয়ে! যাহা বলিতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু পতি-পরায়ণা সতী কামিনীদিগের পক্ষে সর্ব্ব পুণ্যকর্ম্মাপেক্ষা পতিসেবাই সর্ব্বতো-

ভাবে পুণ্যকর্ম্ম। সতী স্ত্রী, পতিসেবায় অবিরত অনুরক্ত থাকিবেক, ইহাই সনাতনশাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত।

বিমলেন্দুর এতাদৃশ প্রাণতোষিণী চাটুকার বাক্যে, বিদ্যুল্লতা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন প্রাণ-পতে! আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, সে অতি যথার্থ। কিন্তু আপনার পিতার তাদৃশ গর্হিত আচরণে নিতান্ত ঘৃণা হইতেছে। বলিতে কি, আমার এ দুঃখ কোন দিনই অন্তর হইতে অন্তর হইবে না। বিনয় করি, আপনি আর এ দাসীকে পুনর্ব্বার গৃহে যাওয়ার আজ্ঞা করিবেন না; কেননা, এ দাসীর আর গৃহধর্ম্মে ইচ্ছার লেশমাত্রও নাই। প্রত্যুত তদ্বিষয়ে পরস্পরে আরো ভয় ও অবজ্ঞাই হইতেছে। বিমলেন্দু শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া থাকিলেন। পরিশেষে বলিলেন যদি একান্তই গৃহে প্রত্যাগমন না করিবে, তবে আমারও আর গৃহে যাইয়া আবশ্যক নাই। আমি এখনি সন্তাপিত হৃদয়কে প্রাণপরিত্যাগরূপ বারি সেচন দ্বারা শীতল করিতেছি। আহা! কি মতে আমি এতাদৃশী স্বামিভক্তা পরম-হিতৈষিণী রমণীকে, এ ঘোর অরণ্যে হিংস্রক সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি জন্তুগণের ভক্ষ্য করিয়া দিয়া যাইব? আবার বলিলেন প্রিয়ে! জানত শাস্ত্রে লিখিত আছে, সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে কোন দশাতেই ত্যাগ করিবে না। তাহার একটি সদুপাখ্যান বলিতেছি; শ্রবণ কর।

অবন্তিনগরে, অশ্বপতি নামে সর্ব্বগুণপতি এক নরপতি

ছিলেন। তিনি, অনেককাল পর্য্যন্ত সন্তান সন্ততি অভাবে নিতান্ত দুঃখিত থাকিয়া, পরিশেষে দেবারাধনা-দ্বারা এক রূপনিধান কন্যানিধানের মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। কন্যার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। সাবিত্রী রূপ লাবণ্যে নিরুপমা। অনঙ্গজায়াও তাঁহাকে দেখিলে আপনাকে ন্যক্‌কার করিয়া, তাঁহাকে ধন্যাজ্ঞান করিতেন। নরপতি অশ্বপতির একমাত্র দুহিতা বিধায়, রাজা তাঁহাকে শাস্ত্রাভ্যাসও করাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিলক্ষণ বিচক্ষণা হইয়া, সর্ব্বগুণাধারা বলিয়া লোকতঃ প্রকাশ পাইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্তা হইলে, রাজা উপযুক্ত বর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এক দিন সাবিত্রী, সমবয়স্কা পরিচারিকাগণ সঙ্গে লইয়া, তপোবনে মহর্ষিগণের সহিত শাস্ত্রালাপ, এবং তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার দেখিতে গিয়াছিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত নানাপ্রকার সদালাপ করিয়া, আপন ভবনে প্রত্যাগমনকালে দেখিলেন, ঐ অরণ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক অন্ধ ও এক বৃদ্ধা এবং এক যুবা বাস করিতেছেন। ঐ যুবার এবং সাবিত্রীর চারি চক্ষুর সম্মিলন হইলে, স্মরদশাপ্রভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় একে অন্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সখীগণ, তাঁহাদিগের এই ভাব দর্শনে, সাবিত্রীকে বলিল সখি! তোমার এ কেমন রীতি? তুমি, মুনিগণ সঙ্গে দেখা করিবার কথা রাজাকে বলিয়া আসিয়াছ; এখন তুমি এখানে

আসিয়া সাত্ত্বিকভাবের প্রভাবে, ঐ যুবা পুরুষের দিকে চাহিয়া রহিলে। বলিতে কি, ইহা দৃষ্টে আমাদিগের নিতান্ত ঘৃণা হইতেছে। ছি মেনে, বড়ই লজ্জার কথা। সাবিত্রী বলিলেন প্রিয়সখীগণ! তোমাদের এ কথায় আমি মনোযোগ দিতে পারি না। দেখ, আমার মন ঐ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চোর চুরি করিয়াছে। তোমরা আমার ঐ মনচোরকে আনিয়া দিয়া মনোরথ পূর্ণ কর। সখীগণ দেখিল সাবিত্রী নিতান্তই অধীরা হইয়াছেন, তখন আর কি করে।

তদনন্তর সাবিত্রী, সখীগণ দ্বারা পরিচয় লইয়া জানি-লেন, ঐ বৃদ্ধের নাম দমসেন। তিনি পূর্ব্বে অবন্তির রাজা ছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ হইলে তদীয় শত্রুগণ, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে; সুতরাং আপন পত্নী ও শিশুসন্তান সত্যবানকে লইয়া, ঐ তপোবনে আসিয়া বাস করিতেছেন; শুনিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন; এবং মনে মনে মন-মালা সত্যবানের গলে প্রদান করিয়া বলিলেন প্রিয়সখীগণ! আমি ঐ যুবা পুরুষকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলাম। অদ্যাবধি আমি উহাঁর ভার্য্যা, এবং উনি আমার পতি হইলেন। বেলা অবসান হই-য়াছে, চল এখন গৃহাভিমুখে গমন করি।

সাবিত্রী, সখীগণ সঙ্গে আলয়ে প্রত্যাগত হইয়া, জন-নীর নিকটে যাইয়া বলিলেন জননি! অদ্য আমি তপো-বনে গিয়া, একটি যুবা পুরুষকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছি। মহিষী কহিলেন সে কি বাছা! তুমি তপোবনে কাহাকে

বিবাহ করিলে? তপোবনে ত ঋষিগণ ব্যতীত আর কাহারো বসতি নাই। সাবিত্রী কহিলেন না মা! তা নয়। পরিচয় লইয়া জানিয়াছি, তিনি অবন্তি নগরের পূর্ব্বাধিপতি দমসেন রাজার তনয়, নাম সত্যবান। রাণী সত্যবানকে বিশিষ্টরূপে জানিতেন; তাহাতেই মনে মনে কহিলেন তনয়া, উপযুক্ত পাত্রকেই মনোনীত করিয়াছে। এখন পরমেশ্বর উভয়কে চিরজীবী করিয়া রাখুন।

অনন্তর রাণী, কন্যার পরিণয় বৃত্তান্ত রাজাকে জানাইলে, রাজা হর্ষপ্রফুল্লচিত্তে বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক দিবস, ঋষিরাজ নারদ তন্নিকেতনে আগত হইলেন। রাজা যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিয়া, বসিতে আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আশীর্ব্বাদ করিলেন 'সদা মঙ্গলং ভবতু'। পরে আসন পরিগ্রহণান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনিতে পাই, আপনি নাকি রাজ্যচ্যুত রাজা দমসেনের পুত্র সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ দেন? রাজা বলিলেন হাঁ, সে সত্য বটে। ভাল হইল, ভাল কথাই উপস্থিত করিয়াছেন; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার ত সকল স্থানেই যাতায়াত আছে; আমি তাহাকে দেখি নাই; কেবল লোকমুখে শুনিয়াছি পাত্রটি নাকি ভাল। কেমন মহাশয়! ছেলেটির বিদ্যা বুদ্ধি রূপ লাবণ্য কেমন আছে? আমার দুহিতার উপযুক্ত তো? তপোধন কহিলেন হাঁ পাত্রটি লেখা পড়াতেও ভাল; এবং দেখিতে শুনিতেও সুন্দর

বটে। রাজা কহিলেন দেবতে! শ্রুত আছি, আপনার জ্যোতিষ বিদ্যায় ভাল ব্যুৎপত্তি আছে, গণনা করিয়া দেখুনদেখি, তাহার পরমায়ু কি? নারদ মুনি, রাজবাক্যে ভূমে খড়ি ধরিয়া কহিলেন মহারাজ! পরমায়ুতে ত কেবল অল্প দেখা যাইতেছে; সত্যবান আর এক বৎসর মাত্র বাঁচিবেক।

রাজা, মুনি-মুখে এবম্ভূত বিষময় কথা শ্রবণ করিয়া, অন্তঃপুরে গিয়া কন্যাকে বলিলেন বাছা সাবিত্রি! মহর্ষি নারদ আসিয়াছিলেন; তিনি গণনা করিয়া কহিয়া গেলেন, সত্যবানের আর এক বৎসর পরমায়ু আছে। শুনিয়া আমার আতঙ্ক হইতেছে। আমার ইচ্ছা, অন্য এক স্বরূপ গুণযুত রাজনন্দনের সহিত তোমার বিবাহ হয়। অতএব বলি, দেশ বিদেশ হইতে রাজতনয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা যাউক। তুমি স্বয়ম্বরা হও। সাবিত্রী বলিলেন পিতঃ! এ কি আজ্ঞা করিতেছেন যে, অন্য পুরুষকে বরণ করিয়া দুর্ল্লভ সতীত্ব-ধনকে বিসর্জ্জন দিব? বিধাতা যদি আমার কপালে বৈধব্যযন্ত্রণা লিখিয়াই থাকেন, তবে তাহা কোন মতে ছাড়ান যাইবে না। রাজা বলিলেন বৎসে! কন্যাদানের সম্পূর্ণ অধিকারী পিতা মাতা। আমরাতো কেহই বাগ্দান করি নাই যে, তোমারে সত্যবানকে সম্প্রদান করিব? তবে ইহাতে কি দোষ হইতে পারে? সাবিত্রী কহিলেন, পিতঃ! আপনাদিগের কোন দোষ হইতে পারে না বটে, কিন্তু যখন সেই মনোহর গুণনিধান সত্যবানকে আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ

করিয়াছি, তখনই তাঁহার গৃহিণী হইয়াছি। বিশেষতঃ তৎ-কালে আমি সখীগণকে সম্বোধিয়া সত্যবানকে দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে অদ্যাবধি উনি আমার স্বামী, এবং আমি উঁহার ভার্য্যা হইলাম। এখন তাহার অন্যথা হইলে, বলুন দেখি, প্রতিজ্ঞাভ্রংশের পাপ কোথায় যায়?

রাজা, সত্যবানে সাবিত্রীর দৃঢ় অনুরাগ জানিয়া, পরি-শেষে অগত্যা বিবাহে সম্মত হইয়া, পুরোহিতকে ডাকিয়া বিবাহের উপযুক্ত আয়োজন প্রস্তুত করিতে কহিলেন। এবং স্বয়ং তপোবনে যাইয়া, যথাবিহিত সমাদরে সত-বানকে আলয়ে আনিয়া, কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবা-হানন্তর সত্যবান সাবিত্রীকে লইয়া গৃহে গিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সত্যবান, বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তদ্বিক্রয় দ্বারা জনক জননী এবং ভার্য্যার গ্রাসাচ্ছাদন যোগাই-তেন। সম্বৎসর কাল এইরূপে অতীত হইল। সাবিত্রী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সম্বৎসরকাল অতীত হই-য়াছে; এখন আর স্বামীর সঙ্গছাড়া হওয়া কর্ত্তব্য নয়। অদ্য স্বামী যে অরণ্যে যাইবেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে গমন করিব। ইতি চিন্তা করিতেছেন, এমতকালে সত্যবান বন-যাত্রার আয়োজন করিলেন। সাবিত্রী কহিলেন স্বামিন্! বহুকালাবধি আমার অরণ্য দর্শনের নিতান্ত অভিলাষ আছে; অদ্য আমি আপনার সঙ্গে যাইয়া বনের শোভা দর্শন করিব। সত্যবান বলিলেন প্রিয়ে! বনে কত কত হিংস্রক পশ্বাদির ভয় আছে; তুমি অবলা, স্বভাবতঃ

ভীরু; অতএব তোমার বনগমন করা কর্ত্তব্য নয়। ইত্যাদি কত প্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু সাবিত্রী তাহা না শুনিয়া নিতান্তই বনগমনের প্রয়াস জানাইলে, অগত্যা সত্যবান সাবিত্রীকে লইয়া বিপিনে গমন করিলেন।

উভয়ে বনে যাইয়া, নানা প্রকার ফল মূল আহরণ পূর্ব্বক কাষ্ঠ আহরণ করিতে করিতে সত্যবানের শিরঃ-পীড়া হইল। সত্যবান কাষ্ঠ আহরণে নিবৃত্ত হইয়া, সাবিত্রীকে বলিলেন প্রিয়ে! আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। আর কাষ্ঠাহরণ করিতে পারি না, বিশ্রাম করিতে চাহি; ইহা বলিয়া সাবিত্রীর উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করিলেন। ক্রমশঃ সত্যবানের শরীর অবশ হইতে লাগিল। সাবিত্রী বুঝিতে পারিলেন সত্যবানের কাল পূর্ণ হইয়াছে; যে হউক, ধর্ম্মরাজ নিতান্তই আমাকে পতিহীনা করিবেন, এমত বোধ হইতেছে। ভাল, দেখা যাউক, তিনি কেমন করিয়া আমার পতির প্রাণ লইয়া যান! ইহা বলিয়া সত্যবানকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া থাকি-লেন। নিয়মিত সময়ে কৃতান্ত, সত্যবানের প্রাণ হর-ণার্থে দূত প্রেরণ করিলেন। যমদূত আসিয়া দেখে সাবিত্রী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন; অতএব এতাদৃশী সতীকে স্পর্শ করিয়া সত্যবানের প্রাণহরণ করিতে অপারক হইয়া, ধর্ম্মরাজের নিকট গিয়া আনু-পুর্ব্বীক নিবেদন করিল।

ধর্ম্মরাজ স্বয়ং সত্যবানের প্রাণ-হরণার্থে নির্দ্দিষ্ট বিপিন মধ্যে উপস্থিত হইয়া, সত্যবানের জীবন লইয়া

প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রী দেখিলেন কৃতান্ত স্বয়ং আগমন করিয়া সত্যবানের প্রাণ লইয়া যাইতেছেন। তখন ক্রন্দন করিতে করিতে কৃতান্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে প্রবর্ত্ত হইলেন। যম দেখিলেন সাবিত্রী পতিশোকে অধীরা হইয়া, তাঁহার পাছে পাছে আসিতেছেন। তাঁহার ক্রন্দনে কৃপা-পরবশ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে সাবিত্রি! তুমি কি জন্যে একাকিনী এঘোর নিশীথ সময়ে আমার অনুসরণ লইয়াছ? বিধাতা তোমার কপালে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে। অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডাইতে পারে? আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলে আর কি হইবে? যাও বাছা! গৃহাভিমুখে প্রতিগমন কর। সাবিত্রী কহিলেন ধর্ম্মরাজ! পতিই ভার্য্যার জীবন-সর্ব্বস্ব, পতিহীনা অবলার ইহ সুখময় সংসার কেবল দুঃখাধার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আপনি আমার সেই জীবন সর্ব্বস্ব স্বামিধন লইয়া যাইতেছেন; আমার আর বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা ভোগমাত্র! অতএব প্রার্থনা করি, হয় আমাকে পতি প্রদান করুন; নতুবা আমাকেও নাথের অনুগামিনী করুন। কৃতান্ত কহিলেন সাবিত্রি! আমি তোমার অনুনয়ে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম। বিধাতার লিপি খণ্ডন করিতে আমার ক্ষমতা নাই। অতএব তুমি স্বামিপ্রাণ ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী, শ্বশুর দীর্ঘ কালাবধি রাজ্যচ্যুত এবং অন্ধ হইয়া আছেন, এই সুযোগে তাঁহার বিষয় কিছু প্রার্থনা করি, ভাবিয়া কহিলেন ধর্ম্মরাজ! যদি একান্তই আমাকে স্বামিপ্রাণ

না দেন। তবে এই প্রার্থনা যে আমার শ্বশুর বহুকালাবধি অন্ধ এবং রাজ্যচ্যুত হইয়া আছেন। তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যাধিপতি এবং চক্ষুরত্ন দান করিয়া সুখী করিতে আজ্ঞা হয়। যম, তথাস্তু বলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার অনুসরণ লইলেন।

কতক দূর গিয়া কৃতান্ত পশ্চাৎ অবলোকন করিলেন, এবং সাবিত্রী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সাবিত্রী! কি জন্য তুমি আবার আমাব অনুগামিনী হইয়াছ? সাবিত্রী কহিলেন কৃতান্ত! কি কহিব, পতিশোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি আমার সেই পতিপ্রাণ লইয়া যাইতেছেন; বলুন দেখি, কেমন করিয়া আমি সুস্থির থাকিতে পারি? অন্তক বলিলেন সত্যবানের জীবন ব্যতীত যদি আর কিছু তোমার প্রার্থয়িতব্য থাকে, বল; আমি তোমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছি। সাবিত্রী বলিলেন মৃত্যুপতে! পিতা একাল পর্য্যন্ত অপুত্রক আছেন, তাঁহাকে পুত্র বর দিতে আজ্ঞা হয়। অন্তক, সাবিত্রীর প্রার্থনানুসারে নরপতি অশ্বপতিকে পুত্রবর প্রদান করিয়া গমন করিলেন। সাবিত্রী তখনও তাঁহার পাছ ছাড়া হইলেন না।

যম, কিছুদূর গমন করিয়া, আবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখেন, সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার পাছে পাছে আসিতেছেন। তদীয় নয়নযুগল দৃষ্টে বোধ হইতেছে যেন, তাহা শোক-সাগরের উৎস স্বরূপ হইয়া অবিরত

বাষ্পবারি বিনির্গত করিতেছে; এবং মুখ-সুধাকর মলিন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার কেশকবরী উন্মুক্ত হইয়া, কাদম্বিনী সদৃশ হইয়া সেই মলিন-চন্দ্রানন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। পতি-শোকে সাবিত্রীর এমত দুরবস্থা দেখিয়া, ধর্ম্মরাজ কৃপাপরবশে বলিলেন বাছা সাবিত্রি! আর ক্রন্দন করিয়া, আমার পাছে পাছে আসিলে কি ফল দর্শিবেক? তোমার কপালে বৈধব্যযন্ত্রণা আছে; বল দেখি, তাহা আমি কেমন করিয়া খণ্ডাই? ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিবে? সকলই পূর্ব্বজন্মের তপস্যার ফলাফল। যাও বাছা, এখন গৃহে যাইয়া সেই দুঃখ সুখদাতার তপস্যা কর; তিনিই তোমার সকল দুঃখ দূর করিয়া, চরমে আশ্রয় দিবেন। তোমার এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া নিরতিশয় দয়া জন্মিয়াছে বটে; কিন্তু কি করি, যদি সত্যবানের প্রাণ বিনা আর কিছু প্রার্থয়িতব্য থাকে, বল; তোমাকে সে বর দিতেছি। সাবিত্রী সুযোগ পাইয়া বলিলেন প্রভো! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রার্থনা করি, আমার যেন স্বামির ঔরসে এক শত পুত্র হয়। কৃতান্ত সাবিত্রীর অনুনয়ে দয়াপরবশে বিমুগ্ধ হইয়া "অভীষ্ট সিদ্ধির্ভবতু" বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকালান্তে আবার যখন পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিলেন, তখনও সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ কোপ প্রকাশ পুর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আবার কোথায় যাইতেছ? সাবিত্রী বলিলেন প্রভো! রাগ করিবেন না; আপনিইত আমাকে বর দিয়া আসিয়াছেন যে, আমার স্বামির ঔরসে

এক শত পুত্র জন্মিবেক। এখন পতির প্রাণ লইয়া কোথায় যাইতেছেন? মৃত্যুপতি বুঝিতে পারিলেন সত্যবানের পুনর্জ্জীবিতের বর দেওয়া হইয়াছে। তখন বলিলেন বৎসে সাবিত্রি! আমি তোমার বুদ্ধির কৌশলে, এবং পতিপরায়ণতা দৃষ্টে নিতান্ত তুষ্ট হইয়াছি। ধর, আমি তোমাকে তাহার প্রসাদ স্বরূপ সত্যবানের প্রাণদান করিলাম। তুমি পতি সহ গৃহে গিয়া, পরমসুখে কালযাপন কর। ইহা বলিয়া যমরাজ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সত্যবান পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন প্রিয়ে! এত রাত্রি হইয়াছে, তুমি আমাকে জাগরিত কর নাই কেন? নাজানি পিতা মাতা কি ভাবিতেছেন। সাবিত্রী, মৃত্যুবৃত্তান্ত অপ্রকাশ রাখিয়া বলিলেন নাথ! স্বামির নিদ্রাভঙ্গে অধর্ম্ম জানিয়া, আমি আপনাকে জাগরিত করি নাই। চলুন, এখন গৃহাভিমুখে যাত্রা করি।

তৎপর দিবস প্রত্যুষে, সাবিত্রী সত্যবান সঙ্গে গৃহে যাইয়া দেখেন, দমসেন অন্ধত্ব হইতে মোচন পাইয়া রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। দেখিয়া আহ্লাদের সীমা পরিসীমা রহিল না। রাজা দমসেন পুত্র, পুত্রবধূর বন হইতে গৌণে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা দ্বারা আদ্যোপান্ত জানিয়া, অগাধ সুখার্ণবে মগ্ন হইলেন। পরিশেষে বৃদ্ধতা প্রযুক্ত আপনাকে রাজত্বের অনুপযুক্ত জানিয়া, রাজপুত্র সত্যবানকে রাজ্যেশ্বর করিয়া দিয়া, আপনি নিশ্চিন্ত হই-

ইতিমধ্যে এই সংবাদ রাজপুরমধ্যে প্রকাশ পাইলে, অগ্রজ রাজপুত্রদ্বয় রাজকর্ম্মচারিগণসমভিব্যাহারে, সভায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, রাজার চক্ষুর্দ্বয় হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতেছে; ঘাতকগণ কনিষ্ঠরাজ-কুমারের বধোদ্যোগ করিতেছে। কেহই এতন্মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার কৃতাঞ্জলি হইয়া, অতি কাতরভাবে জনকসমীপে নিবেদন করিলেন, পিতঃ! কি হইয়াছে? পিতঃ! কি হইয়াছে? প্রার্থনা করি জানাইতে আজ্ঞা হয়। রাজা তৎপ্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া কেবল রাজপুত্রের বধেরই আজ্ঞা প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার কনীয়ানের ঈদৃশ বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মাবতার! অবিচারে কর্ম্ম করা উচিত নহে। শাস্ত্রজ্ঞেরা পুনঃ পুনঃ ইহা কহিয়া গিয়া-ছেন যে “ভাবিয়া করিও, যেন করিয়া ভাবিতে না হয়”। মহারাজ! পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ একটি পোষিত শুককে অবিচারে বধ করিয়া পশ্চাৎ যেমতে সবংশে নষ্ট হইয়া-ছিল তদুপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া বিহিত করিতে আজ্ঞা হয়।

একদা এক ব্যাধ, পক্ষিধরণাশয়ে বাগুরা বিস্তার করি-য়াছিল। দৈবগতিকে এক শুকেন্দ্র, সহস্র শুক সমভি-ব্যাহারে উক্ত জালে বদ্ধ হইল। ব্যাধ জাল কুড়াইয়া লইয়া শুকসমূহকে পিঞ্জরস্থ করিলে শুকরাজ ব্যাধসম্বো-ধনে বলিতে লাগিল. নিষাদ। আপনি এত শুকদ্বারা কি

করিবেন ? তদুত্তরে মৃগয়ু বলিল, আমরা ব্যাধজাতি ; শুকপক্ষী স্বীকার করিয়া তদ্বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। শুক বলিল, এ সহস্র পক্ষী বিক্রয়দ্বারা আপনার কত লভ্য হইবে? ব্যাধ বলিল সহস্র মুদ্রা লভ্য হইবে। শুকরাজ, ব্যাধকে সহস্র মুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুত হইয়া, সঙ্গীশুকসহস্রকে মুক্ত করিয়া দিল।

ব্যাধ, শুকেন্দ্রকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া নিকটস্থ নগরে শ্বেতকুশ নামক এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ শুকবিক্রেতার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, শুকের মূল্য কত ? ব্যাধ বলিল মহাশয়! পাখীর মূল্য পাখীর নিকট জিজ্ঞাসা করুন। শুক বলিল মহাশয়! আমি ব্যাধকে সহস্র মুদ্রা দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছি ; সহস্র মুদ্রা হইলেই আমাকে ক্রয় করিতে পারিবেন। শ্বেতকুশ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, এ পাখীটি আপন মূল্য আপন মুখেই এত বলিতেছে, বোধ করি, ইহার বিশেষ কোন গুণ আছে ; সাত পাঁচ ভাবিয়া সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক পাখীটি ক্রয় করিয়া রাখিল।

কিয়দ্দিনানন্তর শ্বেতকুশ অতি উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইল। শত শত বৈদ্যগণ চিকিৎসা করিল, কিন্তু কিছু-তেই উপশম হইল না। শ্বেতকুশ মনে মনে জীবনের আশা হইতে এককালে নৈরাশ প্রায় হইল ; অধিকন্তু, ভাবিয়া ভাবিয়া দিন দিন আরো কাতর হইতে লাগিল।

শুক মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, ইনি দীর্ঘকাল

আমাকে পালন করিয়াছেন, এবং সমধিক মুদ্রাদ্বারা আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, এ সময়ে সাধ্যপর্য্যন্ত উপকার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বিশেষতঃ যদি আমার দ্বারা ইঁহার বিশেষ কোন উপকার হয়, তবে পরিণামে আরো সুখে থাকিতে পারিব সন্দেহ নাই। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া এক দিবস ব্রাহ্মণকে বলিল মহাশয়! আপনি অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত আছেন, যদি এক দিনের জন্যে আমাকে বনে যাইতে দেন তবে আমি বোধ করি, আপনার পীড়ার উপশম-যোগ্য ভেষজ আনয়ন করিয়া দিতে পারি। শ্বেতকুশ বিবেচনা করিতে লাগিল, শুক পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। আবার ভাবিয়া দেখিল, আমি যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছি, ইহা হইতে মুক্ত হওয়া সুকঠিন, সুতরাং আমার বাঁচা না হইলে এ শুক দ্বারা কি লভ্য হইবে। নানাবিধ চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসা করাইয়া, চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হওয়ার আশাতে প্রায় জলাঞ্জলি দেওয়া গিয়াছে; তবে কি "দৈববল বড় বল" যাহউক শুককে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। ইত্যাদি চিন্তা করিয়া স্বীয় বন্ধু বান্ধবগণ সহ পরামর্শ পূর্ব্বক শুককে ছাড়িয়া দিল।

শুক পিঞ্জরমুক্ত হইয়া প্রথমতঃ বহুকাল-বিচ্ছেদিত স্বজাতিমণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়া, শেষ শ্বেতকুশের উপশম-যোগ্য ঔষধ লইয়া যাত্রা করিবে, এমত সময়ে মনে হইল, যদি ব্রাহ্মণপত্নী জিজ্ঞাসা করেন, আমার জন্যে কি আনিয়াছ? তখন কি

উত্তর দিব? তাঁহার জন্যে কিছু লওয়া আবশ্যক। পরিশেষে একটা রক্তবর্ণ ফল চঞ্চুপুটে লইয়া, দ্বিজাগারে পঁহুছিল। ব্রাহ্মণ শুকদর্শনে নিতান্ত পুলকিত হইয়া তদানীত ভেষজ সেবনদ্বারা ক্রমে ক্রমে শারীরিক সুস্থতা লাভ বোধ করিতে লাগিল।

শুক, আনীত রক্তবর্ণ ফলটি বিপ্রপত্নীকে দিয়া বলিল জননি! আপনার জন্যে এই ফলটি আনিয়াছি; এই ফলের গুণ কি বলিব, দেবতাগণও এমত ফল অতি বিরল পাইয়া থাকেন। ইহা ভক্ষণ করিলে কুরূপা সুরূপা হয়; বর্ষীয়সী পূর্ণ যুবত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রার্থনা করি, আপনি ইহা ভক্ষণ করিয়া এ দাসের শ্রম সফল করুন। বিপ্র-জায়া নিতান্ত হর্ষোৎফুল্লচিত্তে ফলগ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বামী শ্বেতকুশের সমীপে ফলের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জ্ঞাপন করাইয়া বলিল প্রভো! এইক্ষণে এই ফলটি রোপণ করিয়া রাখা যাউক; সময়ানুসারে এমত্ বহুফল পাইতে পারিব। ব্রাহ্মণ বলিল, ইহাই কর্ত্তব্য। এইমত পরামর্শান্তে দম্পতি ফল লইয়া নিজাবাসের এক নির্জ্জন স্থানে রোপণ করিল। ক্রমে অঙ্কুরাদি জন্মিয়া, কালক্রমে ফলবৃক্ষ ফলবান্ হইল। একদা বিপ্রভার্য্যা ফলবৃক্ষ দর্শনাশায় গিয়া দেখে, বৃক্ষটি গোড়া হইতে সরলভাবে প্রায় দ্বাদশ হস্ত দীর্ঘ হইয়াছে; হরিৎবর্ণ শত শত শাখা প্রশাখা তচ্চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হইয়াছে; পীতবর্ণ পত্রগুলি ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে; থোপায় থোপায় ফল নিচয় পক্ক হইয়া বৃক্ষের শোভা সম্পাদন করিয়াছে; বায়ুভরে শাখাপ্রশাখা-

লেন। সত্যবান রাজ্যাধিপতি হইয়া মহাসুখে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

বিমলেন্দু এইরূপে সাবিত্রীর উপাখ্যান আদ্যোপান্ত সমাপন করিয়া বলিলেন প্রিয়ে! সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে কোন দশাতেই ত্যাগ করিবে না। শুনিলে ত পতিব্রতা সাবিত্রী কিরূপে মৃত স্বামী সত্যবানকে পুনর্জীবিত করিলেন। তুমি সাবিত্রী সদৃশী পতি-পরায়ণা হইয়া, কিরূপে জীবিত স্বামীকে ত্যাগ করিতে চাও? আর যদি পিতার অনবধানতা প্রযুক্ত বনবাসরূপ বিসর্জ্জনে তোমার নিতান্তই খেদ হইয়া থাকে; কিন্তু আমি তোমাকে লইয়া, গৃহে যাইয়া, পিতাকে আদ্যন্ত বিবরণ জ্ঞাত করাইয়া, তোমার সে খেদ নিবারণ করাইতেছি। বিশেষতঃ পিতা এতাবদ্বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে নাজানি কতই সন্তুষ্ট হইবেন, বলিয়া দীননয়নে বিদ্যুল্লতার মুখপানে ঈক্ষণ করিয়া রহিলেন।

তখন বিদ্যুল্লতা, নাথের যে দশা দেখিতে পাইতেছি, আমি গৃহে প্রতিগমন না করিলে ইনিও গৃহে গমন করিবেন না। এবং কিসে কি বিবেচনা করিয়া, যদি শেষে প্রাণই পরিত্যাগ করেন; সুতরাং আমাকে পুনর্ব্বার গৃহে যাইতে হইয়াছে। মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন নাথ! আপনি আর অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিবেন না! তদ্দর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাতে সম্মতা হইলাম। দীনে ধন, বনভ্রষ্ট পশুতে বন, মণিহারা ফণী মণি, সরো-

ঙ্গিনী দিনমণি, কুমুদিনী চন্দ্রকে দেখিলে, কোকিল বসন্তা-গমে, প্লবঙ্গ বর্ষাগমে, যাদৃশ সন্তুষ্ট হয়, বিমলেন্দু ভার্য্যার গৃহে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায়ে তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন প্রাণাধিকে! তোমার ঈদৃশ সুধাময় বাক্যে আমি নিতান্ত বাধিত হইলাম।

দম্পতীর এই সকল কথোপকথনে নিশা অবসান হইল। পূর্ব্বদিক্ আরক্তবর্ণ দেখিয়া, উভয়ে আপনাবাসে যাত্রা করিতে করিতে দিবাবসান হইল। মার্ত্তণ্ডদেব অস্তা-চলচূড়া অলবম্বন করিলেন। বিমলেন্দু বিদ্যুল্লতা সঙ্গে ভবতীপুর নগরে আপনাবাস বাটীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্যুল্লতাকে বলিলেন প্রেয়সি! তুমি বাটীর বহির্দ্দেশে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর; আমি গিয়া পিতাকে আনু-পূর্ব্বীক বিবরণ জ্ঞাত করণানন্তর তোমাকে আসিয়া লইয়া যাইব। নতুবা সহসা তোমাকে পিতার সন্নিকটে লইয়া গেলে কি জানি কিসে কি বিবেচনা করেন। ইহা বলিয়া তাঁহাকে বাটীর অন্তরালে দণ্ডায়মান রাখিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ধনপতি ভদ্রাবল বাটী ছিলেন না। সন্ধ্যাকালিক সমীরণ সেবনার্থে নদীতটে গিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যা-গমন কালে পুত্রবধূ সহাস্যবদনে রাজপথে দণ্ডায়মান আছেন, দেখিতে পাইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাকে পুত্র-সহিত কল্য বনবাস পাঠাইয়াছি। পুত্র এখন পর্য্যন্ত গৃহে প্রত্যাগত হন নাই। ইতিমধ্যে এই দুশ্চারিণী কোথা হইতে কিমতে এখানে আসিল। মনে

অশেষ সন্দেহ হইতেছে। এ অতি খলচরিত্রা; নাজানি পুত্রকে একাকী নিভৃত স্থানে পাইয়া তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিল; এবং ইহাও হইতে পারে যে, এখন আমাকে সংহার করিতে পারিলেই ইহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। যে হউক, এখন আর ইহাকে জীবিত রাখা কর্ত্তব্য নয়; কেননা, শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন " দুষ্টা স্ত্রী যমস্বরূপা " ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধপরবশে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া, করস্থিত দণ্ড দ্বারা সেই রূপবতী পতিব্রতা সতী বিদ্যুল্লতার মস্তকে আঘাত করিবা-মাত্র, পতিপরায়ণা গুণবতীর মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ হইল। পথবাহী মনুষ্যগণ, ভদ্রাবলের এতাদৃশ আচরণ দৃষ্টে সকলেই এই হত্যাজনক কাণ্ডের আমূল জানিতে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

বণিকনন্দন বিমলেন্দু গৃহে যাইয়া জানেন ভদ্রাবল বাটী নাই। অতএব তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, এমতকালে ঐ নিদারুণ সাংঘাতিক স্থলে লোক-কোলাহল শুনিতে পাইয়া, দৌড়িয়া যাইয়া দেখেন, বিদ্যু-ল্লতা ভূমিশয্যায় শয়িতা আছেন। প্রাণবায়ু এই দুঃখময় সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখধাম-স্বর্গারোহণ করিয়াছে। দেখিয়া অমনি হা হতোস্মি! বলিয়া ধীহারা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিঞ্চিদ্বিলম্বে চৈতন্য পাইয়া বলিতে লাগিলেন প্রিয়ে! কি দোষারোপ করিয়া আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে! কি বলিয়াই বা তোমায় বন্ধু-বান্ধবগ-ণের নিকট বিদায় হইলে! কোন দুঃখে দুঃখিনী হইয়া

ভূমিতে শয়ন করিয়া মৌন হইয়া আছ! হায়! আর কি আমি তোমার প্রফুল্ল বদন দর্শন করিয়া নয়নযুগল চরিতার্থ করিতে পারিব! আর কি তোমার মুখ-বিনির্গত সুমধুর মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার কর্ণবিবর পরিতৃপ্ত হইবে! আহা! আমি এখনও প্রাণসমার নিধনে জীবিত আছি! রে দূরন্ত কৃতান্ত! তোর মনে কি এই ছিল যে, আমাকে প্রেয়সীর শোকানলে দগ্ধ করিবি! হে ধর্ম্ম! তুমি এত দিনে মিথ্যা হইলে! হে প্রাণ! তুমি আর কত কাল এদেহে থাকিয়া যাতনা দিবে? পিতঃ! আপনি কি নিষ্ঠুরাচরণ করিলেন! আপনি জানেন না আপনার পুত্র-বধূ নিরতিশয় সুশীলা এবং পতিপরায়ণা। দেখুন, সে সতীত্ববলে এই সপ্তটি মণি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে মণি প্রাপ্তির সমুদায় বিবরণ বিজ্ঞাপন করিয়া, বলিলেন, ইশ্বরের যাহা ইচ্ছা ছিল, তাহাই হইয়াছে। হে বন্ধু-বান্ধবগণ! আপনারা আমাকে একটা হুতাশনকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিউন আমি তাহাতে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক এ সন্তাপিত হৃদয়কে প্রাণবিসর্জ্জন-রূপ বারি সেচন দ্বারা শীতল করিতেছি। সকলে কত মতে কত বুঝাইলেন। বিমলেন্দু কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। পরিশেষে এক অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া দিলে, বিমলেন্দু তাহাতে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

বণিকপত্নী বৎসলতা, পুত্র ও পুত্রবধূর নিধন সংবাদে শোকে অভিভূতা হইয়া, উক্ত প্রজ্জ্বলিত হুতাশনকুণ্ডে ঝম্প দিয়া পুত্র, পুত্রবধূর সঙ্গিনী হইলেন। তখন ভদ্রাবল,

আমি বিচার না করিয়া নিরপরাধিনী পুত্রবধূকে সংহার করিয়া, কি কুকর্ম্ম করিলাম! হায়! আমার এমন মতি কেন হইল! হা পুত্র! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে! বলিতে বলিতে পুত্র কলত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া উক্ত চিতামধ্যে ঝাঁপ দিয়া পুত্র, পুত্রবধূ এবং ভার্য্যার অনুগামী হইলেন। এইমতে ক্রমে ভদ্রা-বলের বন্ধুবান্ধব এবং প্রভুভক্ত দাস-দাসীগণ প্রাণ বিস-র্জ্জন করিল।

মধ্যম রাজনন্দন এই উপন্যাসটী সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন নরপতে! অবিচারে কর্ম্ম করিলে চরমে অনেক দুর্ঘটনা সম্ভাবনা। বিশেষতঃ রাজার পক্ষে অবিচারে কর্ম্ম করা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। সেমতে নিবেদন করি, অনুজ কর্ত্তৃক কি অপরাধ কৃত হই-য়াছে, জানাইতে আজ্ঞা হয়। পরে বিচারদ্বারা যদি দোষই সাব্যস্ত হয়, তবে অবশ্যই দণ্ডবিধান করা যাইবে।

রাজা, এতাবৎ কথার প্রতি কিছুই মনোনিবেশ করি-লেন না; বরং রোষের বৃদ্ধিতে অসহিষ্ণু হইলেন। ঘাতক-গণ বধের শৈথিল্য করিতেছে, তদ্দৃষ্টে মহাক্রোধান্ধ হইয়া, স্বয়ং করে ভয়াবহ সুতীক্ষ্ণ বিশাল খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক পুত্রের নিধনে উদ্যোগ করিলেন। রাজকুমার প্রাণাশে এককালে নৈরাশ জানিয়া কহিলেন মহারাজ! আপনি জনক হইয়া করুণারসে বর্জ্জিত হওত, যেমন অবিচারে আমাকে বধ করিতেছেন; তেমন আমি শাপ প্রদান করিতেছি;—যদ্রূপ পাষাণ-হৃদয়-স্বরূপ কর্ম্ম করিলেন।

তদ্রূপ পাষাণ কলেবর হইয়া এ মহাপাপের ভোগ করুন; বলিতে বলিতে রাজা খড়্গাঘাতে তাঁহার জীবন শেষ করিলেন। অনুজের এতাদৃশ হৃদয়-বিদীর্ণকর নিধন দৃষ্টে, বড় রাজনন্দনদ্বয় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ খড়্গাঘাতদ্বারা আপন আপন জীবনত্যাগ করিলেন। সভাস্থ পারিষদগণ, এতৎ ভয়াবহ কাণ্ড দেখিয়া চমৎকার-রসের আবির্ভাবে একে অন্যের দিকে ঈক্ষণ করিয়া রহিলেন।

"অসৎকর্ম্মের বিপরীত ফল" প্রসিদ্ধই আছে। অকাল-বিলম্বে রাজার শরীর দৃঢ় হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাঙ্গ পাষাণময় হইয়া, সিংহাসনে মৃতাকার পতিত হইলেন; এবং ইন্দ্রিয় সমূহের স্ব স্ব শক্তির অভাব হইল; ও তদবধি কিছুকাল পরে "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল" এই বাক্যটী তদীয় মুখ হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল। পাত্রমিত্রগণ, রাজাকে হঠাৎ এমত বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া শান্তিজন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া, তৎপ্রতিকারে পরাঙ্মুখ হইয়া, অবশেষে এই অটবীমধ্যে রাখিয়া গেল।

রাজকুমার জয়দত্ত, এতাবৎ বলিয়া ধনপতি হেমচন্দ্রকে বলিলেন মহাশয়! সেই শ্রীদ্বার নগরের অধীশ্বর শ্রীবৎসল রাজা, অবিচারে পুত্রবধজনিত পাপে পাষাণাঙ্গ হইয়া এখানে আছেন। ধনস্বামী হেমচন্দ্র শুনিয়া সুখসলিলে অবগাহিত হইলেন; এবং রাজনন্দন জয়দত্তকে কন্যাদান করিবেন, মনে মনে নিশ্চয় করিয়া তৎসমভিব্যাহারে বাটী যাইয়া, বন্ধু-বান্ধবগণকে ডাকাইয়া বিবা-

হের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিয়া, স্বয়ং পুরোহিত ও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণকে লইয়া বিবাহের লগ্ন স্থির করিলেন। নির্ণীত দিনে বণিকগৃহে বিবাহোপলক্ষে স্থানে স্থানে নানা প্রকার নৃত্যগীত হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র বন্ধুবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে বসিয়া লগ্নের প্রতীক্ষায় নৃত্যগীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ইন্দ্রহেম নামে এক গন্ধর্ব্ব বিমানযানে আগমন পূর্ব্বক মায়াবলে হেমপ্রভাকে অচৈতন্য করত, হরণ করিয়া আকাশপথে পলায়নপর হইল। পরিচারিকাগণ তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া ব্যস্তেসমস্তে বণিকপত্নীর নিকটে যাইয়া বলিল ঠাকুরাণি! বলিব কি, আমরা সকলে পরিবেষ্টিতা হইয়া হেমপ্রভা বসিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে কি আশ্চর্য্যঘটনা হইল, দেখিতে পাইলাম; তিনি শূন্যমার্গে উঠিতে উঠিতে ক্রমে ক্রমে নয়নপথের অন্তর হইলেন। বণিকপত্নী শুনিয়া হা হতোস্মি বলিয়া অমনি ভূমিশয্যায় শয়িত হইলেন। ক্রমে ক্রমে এই কথা বণিকপুরের তাবতে শুনিয়া, সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। জয়দত্ত ভাবিভার্য্যার শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, সন্ন্যাসিবেশ ধারণপূর্ব্বক তদন্বেষণে বণিকের আলয় হইতে নির্গত হইলেন।

জয়দত্ত, এইরূপে হেমপ্রভার অন্বেষণ করিতে করিতে নানা প্রদেশ অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে এক অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন উক্ত গহন বহুস্থান ব্যাপিয়া, নানাপ্রকার পাদপাদিতে অতি শোভনীয় হইয়া আছে;

বৃক্ষের শাখায় শাখায় বিমোহন গীতগায়ক বিহঙ্গাবলি, কেলিকুতূহলে বিরাজ করিতেছে। জয়দত্ত পথশ্রান্তে এবং জলপিপাসায় একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং জলচর পক্ষিগণের কলরব লক্ষ্য করিয়া, এক সরসীতীরে উপস্থিত হইলেন তথায় বৃক্ষচ্যুত সুস্বাদু ফল পাইয়া তদ্ভক্ষণ পূর্ব্বক জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চালনে প্রফুল্লচিত্তে ইতস্ততঃ অটাট্যা করিতে লাগিলেন।

এইপ্রকার ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ অরণ্যানীর এক প্রান্তদেশে গিয়া দেখিতে পাইলেন, নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর অবয়ব প্রস্তরময় হইয়া আছে। রাজকুমার নিতান্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করত দেখেন তিনি যাঁহার জন্যে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ পূর্ব্বক দেশবিদেশ পর্য্যটন করিয়া অশেষ ক্লেশ পাইতেছেন, সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী বণিককুমারীর প্রস্তরময় প্রতিরূপও সেখানে আছে। তখন মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন আমি যাহার জন্যে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতেছি, এই প্রস্তরময় প্রতিরূপ-সমূহমধ্যে তাহার অবয়ব দেখিতে পাইতেছি। যেহউক, বোধ করি ইহা কোন দৈব ঘটনাক্রমে হইয়া থাকিবে। কেননা, দেখা যাইতেছে কত দেশবিদেশী মনুষ্য এবং বিবিধপ্রকার পশুপক্ষী প্রস্তর হইয়া আছে। এখন স্পর্শ করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু কি করিবেন, তৎভাবনায় বিমূঢ় হইয়া, হাটিতে হাটিতে বনের এক প্রান্তভাগে গিয়া এক মনোহর শোভনতম মন্দির দেখিতে পাইয়া

তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ মন্দিরমধ্যে, মহামায়া মহেশ্বরী মহেশ-মনোমোহিনীর প্রতিরূপ স্থাপিত ছিল। জয়দত্ত, তদবলোকনে বিপুল আনন্দাধিকারী হইয়া বন হইতে বিবিধপ্রকার পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া, ভক্তিভাবে ভবজায়ার পূজা সমাপন পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন;— তোমার প্রসাদাৎ সুরগণ, অসুর ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অদ্যাপি সুখে স্বর্গে বিরাজ করিতেছেন; তোমার প্রসাদাৎ দশরথাত্মজ রামচন্দ্র, মহাবল কপিবল সহ দুরন্ত লঙ্কেশ্বরকে সবংশে সংহার পূর্ব্বক সীতা উদ্ধার করিয়া, চতুর্দ্দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অকন্টকে রাজ্য ভোগ করিয়াছেন। হে ত্রিলোকেশ্বরি জগজ্জননি! তুমি শরণাগত ভক্তগণের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাক, এই নিমিত্তে আমি তোমার স্তব করিতেছি।

গিরীশনন্দিনী নৃপতনয়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, বলিতে লাগিলেন বৎস! আমি, তোমার অর্চ্চনায় সন্তুষ্টা হইয়াছি; এখন বর প্রার্থনা কর। জয়দত্ত বলিলেন জননি! যদি প্রসন্না হইয়া থাক; তবে এই বর দাও; আমি যাহার উদ্দেশে আসিয়াছি, যেন তাহাকে প্রাপ্ত হই। দেবী বলিলেন বৎস! তুমি, আমার চরণামৃত লইয়া উক্ত শিলাময় মূর্ত্তি সকলে ছড়াইয়া দাও; তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

ভূপতিনন্দন, দেবীর আদেশানুসারে চরণামৃত লইয়া পাষাণবৎ মূর্ত্তি সকলে ছিটাইয়া দিলে, খেচর বিহঙ্গাবলি উড্ডীয়মান হইয়া এবং বনচর জন্তু নিকর দৌড়িয়া

দৌড়িয়া চলিয়া গেল। কেবলমাত্র বণিকনন্দিনী হেম-প্রভা, এবং এক গন্ধর্ব্বকুমারী, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চৈতন্য পাইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র-তনয় জয়দত্ত, বণিককুমারী হেমপ্রভাকে পাষাণমুক্ত দেখিয়া মনোরথ-নদীর পার প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠিকন্যার করগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে গন্ধর্ব-নন্দিনী সম্মুখীন হইয়া অঞ্জলিবদ্ধে বিদায় প্রার্থনা করি-লেন। জয়দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? এবং কি নিমিত্তে এত কাকুক্তি পূর্ব্বক বিদায় চাহিতেছেন? গন্ধর্বকুমারী কহিলেন, আমার পরিচয় ও শাপবৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন।

বিন্ধ্যাচল নামক পর্বতের শিখরদেশে ইন্দ্রহেম নামে এক গন্ধর্ব্ব বাস করেন। আমি তাঁহার কন্যা, নাম তরঙ্গ-সেনা। পিতার একমাত্র দুহিতা বিধায়, পিতা আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ক্ষণকালের নিমিত্তে আমাকে দৃষ্টিপথের অন্তরা হইতে দিতেন না। অধিকন্তু, মধ্যা-হ্নিক আহারান্তে দিবসিক নিদ্রাকালে পিতা আমাকে লইয়া, নানা প্রকার হিতোপদেশ ঘটিত কথোপকথন করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেন। উক্ত সময়ে আমি পিতার নিকটে না থাকিলে তাঁহার সুষুপ্তি হইত না। এক দিন আমি, বয়স্যাগণের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে বেলা অবসানকালে পিতার নিদ্রার কথা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে, ব্যস্তেসমস্তে বাটী গেলাম। পিতা, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যাতে শয়িত থাকিয়া, নিদ্রাভাবে ক্লেশ পাইতে-

ছিলেন। আমাকে দেখিয়া সরোষবচনে অভিসম্পাত করিলেন, রে দুর্ব্বৃত্তে! যেমন তুই পাষাণহৃদয়-স্বরূপা হইয়া, অদ্য আমাকে নিদ্রাভাবে অশেষ ক্লেশ দিলি; তেমন পাষাণাঙ্গী হইয়া গিয়া অবনীতে থাক। দারুণ শাপ শুনিয়া আমার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। তখন জনকের অঙ্ঘ্রিযুগলে পতিতা, এবং ধূলায় ধূসরিতা হইয়া, শোকাবেগচিত্তে বহু স্তুতি বিনতি করিতে লাগিলাম।

আমার কাকূক্তি শুনিয়া, পিতার অন্তঃকরণ হইতে রোষবিষের তিরোধান হইয়া, স্নেহামৃতের আবির্ভাব হইল। তখন আমাকে মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমিও জনকের কণ্ঠ ধারণ করিয়া, বাষ্পাকুললোচনে বিলাপ করিতে লাগিলাম। কিছুকালান্তে জনক উত্তরীয় বসনে আমার নয়নাম্বু মোছাইয়া দিয়া, সান্ত্বনাবাক্যে বলিতে লাগিলেন বৎসে! আর খেদ করিও না! তোমার বিলাপ শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! আমি বলিলাম বিলাপ করা বৃথা; আপনি যে শাপ দিয়াছেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবেক না। নিশ্চয় পাষাণ হইয়া ধরাতে থাকিতে হইবে। কিন্তু ধরাবাসী মানব এবং পশু পক্ষী, আমাকে স্পর্শ করিয়া, গন্ধর্ব্বকুলাসহ্য পরিহাস করিবে। আমার জন্মধারণ করিয়া, কেবল গন্ধর্ব্বকুলে, সেই অসহনীয় রহস্য কলঙ্ক প্রদান করিতে হইল। হা! আমার ন্যায় হতভাগ্যা আর এ কুলে কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই! পিতা বলিলেন বৎস!

তুমি সে জন্যে খেদ করিও না। তোমার সে খেদ নিরসনে আমি এই প্রতিবিধান করিলাম; যে তোমাকে ধরাতে স্পর্শ করিবে; সেই তোমারি ন্যায় পাষাণ কলেবর প্রাপ্ত হইবে, বলিয়া পুনরায় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন বৎসে! যদি আর কিছু তোমার প্রার্থয়িতব্য থাকে বল; আমি তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছি। পিতার এতাদৃশ বাক্যে সচ্ছন্দ দয়াদ্রর্চিত্ততা জানিতে পাইয়া, শোকার্হবচনে বলিলাম তাত! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই জিজ্ঞাসা যে, এ দাসী কতদিনে শাপোন্মুক্ত হইয়া, পুনরায় ভবদীয় চরণরাজীব দর্শন করিয়া হৃদয়রাজীব উল্লাসিত করিতে পারিবে?

আমার এতাবৎ কাতরোক্তি শুনিয়া পিতার বক্ষঃস্থল অশ্রুনীরাভিষিক্ত হইল। পরে আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বিমান যানারোহণ পূর্ব্বক এই বিপিনের অন্তরালে যে এক সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে আদ্যা শক্তির প্রতিরূপ স্থাপিত আছে, তথায় উপস্থিত হইয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে কালজায়া মহাকালীর স্তব করিতে লাগিলেন। মহেশজায়া স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া বলিতে লাগিলেন বৎস ইন্দ্রহেম! জয়ন্তী-নগরের অধীশ্বর নরনাথ জয়েশ্বরের পুত্র জয়দত্ত, আপন জায়া হেমপ্রভার গবেষণা করিতে করিতে এখানে আসিয়া, আমার চরণামৃত তরঙ্গসেনার পাষাণময় শরীরোপরি নিক্ষেপ করিলে, তরঙ্গসেনা তখন গন্ধর্ব্ব কলেবর প্রাপ্ত হইবেক, বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

এদিকে ভুবনপ্রকাশক নলিনীবল্লভ সূর্য্যদেব, চরম-গিরি আরোহণ করিলেন। বিহঙ্গমগণ আপন আপন কূলায়ে আগমন করিয়া সুমধুরস্বরে জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরের গুণ গান করিতে প্রবর্ত্ত হইল। তখন, আমার শরীর পাষাণবৎ দৃঢ় হইতে লাগিল। পিতা এতাবৎ দেখিয়া, আমাকে এখানে রাখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিন্ধ্যা-চলাভিমুখে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

তদবধি আমি শৈলাঙ্গী হইয়া এখানে আছি। তৎপরে কি হইয়াছে না হইয়াছে, তাহার কিছুই জানি না। হে নরেন্দ্রতনয়! অদ্য ভবদীয় শুভাগমনে আমি সেই দারুণ অভিসম্পাত হইতে মুক্তি পাইলাম। জয়দত্ত বলিলেন গন্ধর্ব্বসুতে! আমিও আপনার আনুপূর্ব্বীক বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত হইলাম; এবং আমার দ্বারা আপনি শাপোন্মুক্ত হইলেন বলিয়া চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম।

রাজপুত্র এবং গন্ধর্ব্বনন্দিনী এইমতে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বণিকনন্দিনী অপরিচিতের ন্যায় রাজপুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গন্ধর্ব্ব-বালাকে বলিলেন গন্ধর্ব্বনন্দিনি! ইনি কে? এবং কি নি-মিত্তে এই ঘোর অটবীমধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন? জয়দত্ত বলিলেন, কএক দিবস গত হইল আমার যৌবনরাজ্যে এক চোর প্রবেশ করিয়া, হৃদয়মন্দির হইতে মনোরূপ বহুমূল্য মণি হরণ করিয়া পলাইয়াছে। আমি সেই তস্করের অন্বেষণ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি। শুনিয়াছি

সে স্ত্রী জাতি। বণিকনন্দিনী এতদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে গন্ধর্ব্বনন্দিনী সম্বোধনে ঈষদ্ধাস্যবদনে বলিলেন গন্ধর্ব্ব-কুমারি! এ অতি অপরূপ বাক্য শুনিতে পাইলাম। স্ত্রী-জাতি অবলা, সহজেই দুর্ব্বলা; চৌর্য্য কি এদের কার্য্য? পুরুষেরাই এ কার্য্যে অধিক পারদর্শী হইতে পারে। রাজ-পুত্র কহিলেন চন্দ্রাননে! তদীয় সুধাময়বাক্যে সুধাষিক্ত করিলে; ফলে এবাক্য কিসে অসম্ভব হইতে পারে? যিনি, দেবদেব মহাদেবের গর্ব্ব খর্ব্বকারী কন্দর্প রাজার ধনুঃশর অপহরণ করিয়া ভ্রূকটাক্ষে এবং তাঁহার জগদ্বি-জয়ী দামামা দুটি হরণ করিয়া অধোমুখে বক্ষে রাখি-য়াছেন; যিনি, দুর্দ্দান্ত করিশত্রুর কটি-শোভা অপহরণ করিয়া পশুরাজকে গিরিকন্দরে তাড়াইয়া দিয়াছেন; তা-হার পক্ষে এ ক্ষুদ্র পুরুষের মণ হরণ করা, সহজ বৈ কি?

ভূপতিনন্দনের এতাদৃশ বাক্যে বণিকতনয়া লজ্জা ও হর্ষের উদ্রেক সহকারে মৌনাবলম্বন করিলেন। গন্ধর্ব্ব-বালা বলিলেন, আপনাদের রহস্যভঙ্গী দৃষ্টে পরম চরি-তার্থ হইলাম। আহা! এ পাপীয়সীই উভয়কে এত ক্লেশে পতনের হেতু হইয়াছিল। এইক্ষণে বাসনা যে আমি সাক্ষাৎ থাকিয়া, গান্ধর্ব্ববিধানে আপনাদের উপ-যম করাইয়া, অন্তঃকরণের উল্লাস লাভ করি, এই বলিয়া গন্ধর্ব্বনন্দিনী পুষ্পাহরণে গমন করিলেন।

গন্ধর্ব্ববালা গমন করিলে পর রাজকুমার বলিলেন প্রিয়ে! তুমি কি গতিকে এখানে আসিয়া পাষাণ হইয়া-ছিলে? হেমপ্রভা বলিলেন নাথ! বিবাহরাত্রিতে আমি

সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া আছি; এমন সময়ে এক গন্ধর্ব্ব বিমানাবতীর্ণ হইয়া মায়াবলে আমাকে মূর্চ্ছিতপ্রায় করিয়া, এখানে লইয়া আসিল, এবং গন্ধর্ব্বসুতা তরঙ্গসেনার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, প্রাণাধিকে আত্মজে! তুমি পাষাণাঙ্গী হওয়াবধি আমি হেমচন্দ্র বণিকের কন্যার বিবাহদিনের প্রতীক্ষায় অতি দুঃখে কালযাপন করিতেছিলাম। অদ্য তাহার বিবাহ দিন নির্ণীত হইয়াছিল। আমি ভগবতীর আজ্ঞানুসারে তাহাকে হরণ করিয়া আনিয়া তোমাতে স্পর্শ করাইতেছি বলিয়া আমাকে, গন্ধর্ব্বনন্দিনী তরঙ্গসেনার অঙ্গে স্পর্শ করানমাত্র, আমার শরীর পাষাণ হইয়া গেল। তৎপরে আর কিছুই জানি না।

দম্পতি এইমতে কথাবার্ত্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গন্ধর্ব্বনন্দিনী বিবিধপ্রকার পুষ্প হস্তে লইয়া আসিয়া বলিলেন নৃপকুমার! বণিককুমারি! আপনারা উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া দনুজনাশিনী ব্রহ্মসনাতনীর মন্দিরে চলুন। তথায় বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া আমার মানস পূর্ণ করিতেছি। এই বলিয়া রাজকুমার ও বণিকতনয়ার হস্তধারণ করিয়া দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন।

তিন জন সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রণাম বন্দনাদি করিলেন। গন্ধর্ব্বনন্দিনী দেবীকর্ত্তৃক রাজকুমার দ্বারা পাষাণমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইয়া, প্রথমতঃ দেবীর নিকট বহুবিধ স্তব স্তুতি করি-

লেন। পরিশেষে গান্ধর্ব্ববিধানে জয়দত্ত ও হেমপ্রভার বিবাহকার্য্য সমাপণ করিলেন।

বিবাহানন্তর রাজকুমার বলিলেন গন্ধর্ব্বনন্দিনি! আপনার পিতাকর্ত্তৃক বনিকনন্দিনী এখানে আনীত হইয়া পাষাণ হইয়াছিলেন! এখন ইনি পাষাণমুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাকে লইয়া এত দূরবর্ত্তী স্বদেশে যাইতে অশেষবিধ ভয় হইতেছে; কেননা নীতিজ্ঞেরা কহেন "উজ্জ্বল দর্পণ ও সুন্দরী কামিনী, ইহারা কখনও বিবাদ বর্জ্জিত হয় না"। সুতরাং আমি কিমতে এই অবলা বণিকবালাকে লইয়া গৃহে যাইতে পারি; তাহার প্রতিবিধান করুন। গন্ধর্ব্ব-দুহিতা, রাজপুত্রকে এক গুটিকা প্রদান করিয়া বলিলেন, এই গুটিকা, বণিকবালা হেমপ্রভা মুখে রাখিলে, তৎ-প্রভাবে বিংশতি বর্ষীয় যুবা হইয়া, পথাতিক্রম করিতে পারিবেন, বলিয়া পিতৃ দর্শনের বিদায় লইয়া, বিন্ধ্যা-চলে গমন করিলেন।

রাজকুমার, গুটিকা প্রাপ্তে বাক্‌পথাতীত আনন্দ লাভ করিয়া সহাস্য আস্যে বণিকনন্দিনীর করগ্রহণ করিলেন, এবং গুটিকা তাঁহাকে দিলেন। হেমপ্রভা, গুটিকা মুখে ধারণ করিয়া বিংশতি বর্ষীয় যুবা হইলেন। তদনন্তর দম্পতি পরস্পরের কর গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্গম বর্ত্মাতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নানাপ্রকার বন, নগর, গিরি, কন্দর অতিক্রম করিয়া, শেষে হেমন্তপুর নগরে উপনীত হইয়া, ধনপতি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করি-লেন। হেমচন্দ্র, জয়দত্ত সঙ্গে তনয়া হেমপ্রভাকে পুন-

রায় প্রাপ্ত হইয়া, অতলস্পর্শ আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পরে মহাসমারোহে দুহিতা হেমপ্রভাকে, জয়দত্ত সঙ্গে বিবাহ দিয়া, মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিনান্তর, জয়দত্ত আপনালয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। হেমচন্দ্র, প্রথমতঃ অসম্মত হইলেন; পরিশেষে জামাতা এবং দুহিতার নিতান্ত ইচ্ছা জানিয়া, প্রচুর ধন প্রদান করিয়া, বহুসঙ্খ্যক পদাতি সঙ্গে দিয়া, রাজধানী জয়ন্তীনগরে পাঠাইয়া দিলেন।

ধরণীপতি জয়েশ্বর, বহুকালান্তে পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অকুল আনন্দসাগরে পতিত হইয়া, নানাপ্রকার আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বৃদ্ধতা-প্রযুক্ত আপনাকে রাজকার্য্যের অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া কুমার জয়দত্তকে রাজত্বভার প্রদানপূর্ব্বক আপনি অবসর লইলেন। জয়দত্ত, রাজা হইয়া পরমসুখে দুষ্টদমন, শ্রেষ্ঠপালন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।